Seventh-day Adventist Church
FAMILY MINISTRIES

BANGLADESH UNION MISSION OF SDA
149, SHAH ALI BAGH, MIRPUR-1
DHAKA 1216, BANGLADESH

Adventist Family Ministries

NDR NURTURE DISCIPLESHIP RECLAMATION

100 Years 1919-2019 Reaching families for Jesus
Adventist Family Ministries

100 Years 1919-2019 Reaching families for Jesus
Adventist Family Ministries

উপাসনা

শেষকালে পরিবারের জন্য

শেষকালে পরিবারের জন্য উপাসনা

সূচীপত্র

১। একটি সুখী গৃহের রহস্য ৭-৮
২। পরিবার ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রতিফলিত করে ৯-১০
৩। এদন, প্রথম গৃহ ১১-১২
৪। অব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বানে বাধ্য ছিলেন..... ১৩-১৪
৫। সঙ্কটময় সময়ে সাহসী নারী ১৫-১৬
৬। কিভাবে আপনার বিবাহিত জীবনকে আরও সফল করে তুলবেন? ১৭-১৮
৭। পিতা ও মাতাকে সমাদরে দীর্ঘ পরমায়ুর প্রতিশ্রুতি.....১৯
৮। একটি সুখী বিবাহের জন্য যীশুর রেসিপি.....২০-২১
৯। রিবিকা: ঐশ্বরিক মনোনয়ন.....২২-২৩
১০। ইয়োব তার সন্তানদের জন্য হোম করিতেন ২৪-২৫
১১। গৃহে প্রেম.....২৬-২৭
১২। সন্তানদের শিক্ষিতকরণ.....২৮-২৯
১৩। গৃহে মণ্ডলী ৩০-৩১
১৪। কেন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়?..... ৩২-৩৩
১৫। পারিবারিক উপাসনা অবহেলা না করা ৩৪-৩৫
১৬। প্রেম অপকার গণনা করে না ৩৬-৩৭
১৭। পারিবারিক একতা ৩৮-৩৯
১৮। পারিবারিক মতবিনিময় ৪০-৪১
১৯। হারানো সন্তান বা হারানো পিতামাতা ৪২-৪৩
২০। আপনার গৃহে তারা কি দেখতে পান? ৪৪-৪৫
২১। সন্তানদের জন্য সময় ৪৬-৪৭
২২। প্রেমের একটি গান ৪৮-৪৯
২৩। গৃহ-একটি প্রেমের স্থান ৫০-৫১
২৪। ঈশ্বরের গৃহ ৫২-৫৩
২৫। একটি খ্রীস্টিয়ান গৃহের প্রভাব ৫৪-৫৫
২৬। পরিবারের জন্য বাইবেলই ঈশ্বরের স্বর ৫৬-৫৭
২৭। স্বর্গে পরাক্রমশালী একজনকে আঁকড়ে ধরা ৫৮-৫৯
২৮। একটি যুক্তি যা অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করতে পারে না ৬০-৬১
২৯। কিভাবে হৃদয়কে ঐক্যবদ্ধ করা যায় ৬২-৬৩
৩০। একটি সুখী পরিবারের নীতিমালাসমূহ ৬৪-৬৫
৩১। ভালোবাসা: কখন এবং কিভাবে ৬৬-৬৭

ভূমিকা

একটি পরিবার জীবনের সংগ্রাম এবং মানসিক যন্ত্রনাকে প্রতিহত করার জন্য আদর্শস্বরূপ একটি ইতিবাচক, উৎসুক পরিবেশ প্রদান করে। এটি আমাদের সারা জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে সুখী জীবনযাপনে সাহায্য করতে একটি উপকারী মূলধারা প্রদান করে।

যাহোক, বাস্তবতা হল, সব পরিবারই এরূপ ইতিবাচক, বিশ্বাস ভিত্তিক অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারে না। আজ পরিবার বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে- দৈনন্দিন জীবনের মানসিক চাপ, বিশ্বে সহিংসতা বৃদ্ধি, গনমাধ্যমের প্রভাব এবং ঐতিহ্য মূল্যবোধের বিসর্জন। আগের দিনে পরিবার তার সদস্যদের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাবের একটি কেন্দ্রবিন্দু ছিল। আজ অনেক পরিবারই শুধু টিকে থাকার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। সুতরাং, একটি খ্রিস্টীয়ান পরিবার আদর্শ এবং ইতিবাচক জীবনযাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের চারপাশে থাকা অন্যদের জীবনকেও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। ঈলেন জি. হোয়াইট, একটি সক্রিয় ও যত্নশীল খ্রীস্টিয় পরিবারের নিম্নরূপ বিষয়সমূহ অত্যাবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছেন:

"একটি আদর্শ খ্রিস্টীয়ান পরিবার হলো খ্রিস্টীয়ান ধর্মের বাস্তবতাকে সমর্থন করার পক্ষে একটি শক্তিশালী যুক্তি-এটি এমন একটি যুক্তি যা অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করতে পারবে না। প্রত্যেকের কাছে এটি দৃশ্যমান যে পরিবারে বিভিন্ন কাজের প্রভাব পরিবারের উপর পড়ে যা সন্তানদের উপরেও বর্তায় এবং অব্রাহামের ঈশ্বরও তাদের সঙ্গে আছেন। ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টিয়ানদের গৃহে যদি সঠিক ধর্মের ভাবমূর্তি থাকে তবে ভালো কাজের জন্য তারা একটি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা 'বিশ্বের আলো স্বরূপ' হবে।"*(The Adventist Home, p. 36)*

সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট জেনারেল কনফারেন্সের পরিবার পরিচর্যা বিভাগ দ্বারা প্রণীত FAMILY-TO FAMILY নামের একটি পারিবারিক গাইড থেকে **"শেষকালে পরিবারের জন্য উপাসনা"** বইটি অভিযোজিত হয়েছে এবং এটি দক্ষিণ আমেরিকার ডিভিশনের পশ্চিম মধ্য ব্রাজিল ইউনিয়ন মিশন কর্তৃক সূচিত হয়। এটি সম্মন্বিত জীবনযাপনের (**IEL**) ব্যক্তিগত উদ্দীপনার ওপর গুরুত্বারোপের একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য ভাণ্ডার (**phase 1**)। যেমনিভাবে আপনি প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনা শুরু করেবেন বা নতুন জীবনকে বাস্তবতার রূপ দেওয়ায় প্রার্থনার পঞ্জিকা এবং দৈনিক উপাসনায় উভয় ভাবেই আপনাকে সাহায্য করবে।

১। প্রার্থনার পঞ্জিকা লাইনে আপনার জন্য নির্দিষ্ট স্থান দেওয়া হয়েছে যেখানে আপনি খ্রীষ্টিয়ান নয় এমন পরিবারের নাম, বন্ধুবান্ধবদের নাম এবং প্রতিবেশীদের নাম লিখতে পারেন, যাদের জন্য আপনি সম্মন্বিত জীবনযাপনের (**IEL**) এক বছর চক্রের দ্বিতীয় মাসে প্রার্থনা করতে পারেন। এটি তাদের জন্য যথা সময়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করার বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেবে।

২। দৈনিক উপাসনা ৩১ দিনের পাঠদানের জন্য দেওয়া রয়েছে যা তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: অনুধ্যায়, মূলচিন্তা এবং প্রশ্নসমূহ আলোচনার নির্দেশনা যা এস. এস. ডি-এর পরিবার পরিচর্যা বিভাগ (২০১৪-২০১৫ সালে) প্রকাশিত করেছিলেন। তারা এটি নিয়মিত পারিবারিক আরাধনায় সময়যাপন এবং গভীর পারিবারিক আলোচনাগুলোকে প্রবৃত্ত করার জন্য নকশা করেছেন। আশা করা যায় যে, এটি ৩১ দিনে পড়ার শেষে আপনি এবং আপনার পরিবার একসঙ্গে আধ্যাত্মিক আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন, আপনি প্রতিদিন শাস্ত্র-পাঠ এবং প্রার্থনার জন্য সকলকে একত্রিত করতে পারবেন, যা হয়ত আপনি এর আগে কখনও করেননি।

আপনি এবং আপনার পরিবার যেখানেই থাকুন না কেন, সর্বত্র যেন যীশুর প্রেমের আলো সহভাগ করতে এই আরাধনামূলক বইটি আপনাকে অনুপ্রাণিত করেন।

দ্রষ্টব্য: আপনার পরিবারের সঙ্গে প্রতিদিন পড়ার পরে, আপনি "যত্ন নেওয়া পরিচর্যার" কাজে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে এই উপাসনা বইটি ব্যবহার করতে পারেন।

প্রার্থনার পঞ্জিকা

(জেনারেল কনফারেন্স-এর পরিবার পরিচর্যা বিভাগের "ফ্যামিলি টু ফ্যামিলি গাইড, পৃ. ৯)

এই প্রার্থনার পঞ্জিকায় আমরা আপনাকে আপনার প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের নাম লিখতে উৎসাহিত করি যেন আপনি তাদের জন্য প্রার্থনা করা শুরু করতে পারেন। তাদের সন্তানদেরও নাম অন্তর্ভুক্ত করুন। নাম ধরে তাদের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করুন। আপনি এক বা দুইজন প্রতিবেশীর নাম নিয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করা শুরু করতে পারেন এবং পরবর্তীতে আরও অধিক ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করুন।

আপনার প্রতিবেশীর জন্য যেন আপনার পরিবার একটি উজ্জ্বল আলো হতে পারে সেবিষয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর আপনাকে যে পরিবার এবং পরিবারসমূহের সঙ্গে মিলিত করাতে চান সেজন্য তাঁর দিক নির্দেশণা যাচঞা করুন। যোগাযোগ স্থাপনে সাহস এবং নম্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা করুন। এই এফটিএফ (FTF) প্রোগামের কোন না কোন ক্ষেত্রে তালিকায় অর্ন্তভূক্ত একটি পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আপনি উৎসাহিত হবেন। সেটি কোন পরিবার (বা পরিবারগুলো) হবে?

এ পরিবারদের জন্য কোন অতিরিক্ত অনুরোধ এবং প্রার্থনার উত্তর লিখতে সময় যাপন করুন। কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবারেরা হয়ত তাদের সম্মুখীন হওয়া সমস্যার জন্য আপনাকে প্রার্থনা করতে বলবেন। আন্তরিকভাবে সমস্ত পরিবারকে সদাপ্রভু, যিনি সব পরিবারকেই ভালোবাসেন তাঁর সম্মুখে প্রার্থনায় তুলে ধরুন।

"কোন বিষয়ে ভাবিত হইও না, কিন্তু সর্ববিষয়ে প্রার্থনা ও বিনতি দ্বারা ধন্যবাদ সহকারে তোমাদের যাচঞা সকল ঈশ্বরকে জ্ঞাত কর। তাহাতে সমস্ত চিন্তার অতীত যে ঈশ্বরের শান্তি, তাহা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করিবে (ফিলিপীয় ৪:৬-৭ পদ)।"

"যাচঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে (মথি ৭:৭-৮ পদ)।"

প্রার্থনা অনুরোধের তারিখ	প্রার্থনার অনুরোধ	উত্তরপ্রাপ্ত তারিখ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

শেষকালে পরিবারের জন্য

প্রার্থনা অনুরোধের তারিখ	প্রার্থনার অনুরোধ	উত্তরপ্রাপ্ত তারিখ

শেষকালে পরিবারের জন্য

প্রার্থনা অনুরোধের তারিখ	প্রার্থনার অনুরোধ	উত্তরপ্রাপ্ত তারিখ

একটি সুখী গৃহের রহস্য

"আর সেই বিবাহে যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।" (যোহন ২:২ পদ)

প্রত্যেক মানবজাতির একটি দৃঢ় ও সুখী পরিবারের স্বপ্ন রয়েছে। অনেকেই তাদের বিবাহিত জীবনকে শক্তিশালী ও স্থায়ী করতে চাই। আমরা এমন একজন ভালো ব্যক্তি বা সঙ্গীর খোঁজ করি, যাকে আমাদের বিশেষ মহুর্তগুলো সহভাগ করতে পারি। আমাদের পরিকল্পনা সবকিছুতেই ঠিক রাখতে হবে কারন আমাদের সুখ ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু ধীরে ধীরে অনেক দম্পতির দুর্গ পতনের স্বীকার হতে দেখা গেছে। মানুষের কোন কোন স্বপ্ন নিমিষেই দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠতে পারে যা মানুষের জীবনকে ধ্বংস এবং বেদনাদায়ক করে, যার ফলে ক্ষতিসাধনগুলি আর নিরাময় করা যায় না।

গালীলের কান্না নগরের বিবাহের মধ্যে আমরা একটি সফল বিবাহের তিনটি গোপন রহস্য খুঁজে পায়। আমরা প্রথম রহস্যটি পরিষ্কারভাবে দ্বিতীয় পদে দেখতে পায়। যেখানে বলা রয়েছে- "যীশুও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন।" অনেক দম্পতি বিবাহ অনুষ্ঠানের সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে এমন চিন্তিত হন যে তারা বিবাহের অংশ হিসেবে যীশুকে আমন্ত্রণ জানাতে ভুলে যান। বিশ্বের সেরা সম্পর্কে এই তিনজন জড়িত থাকেন: ঈশ্বর, স্বামী এবং স্ত্রী। আমাদের বিবাহে যীশুর উপস্থিতি আমাদের গ্যারান্টি দেয় না যে আমাদের কোন সমস্যা হবে না, তবে এটি আমাদের আশ্বাস দেয় যে আমাদের পরিবারগুলো পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকবে। যোহন ২ অধ্যায়ের ৫ পদে আমরা দ্বিতীয় রহস্য দেখতে পায়। যেখানে বলা রয়েছে- " ইনি তোমাদিগকে যাহা কিছু বলেন, তাহাই কর।" যদি আমরা আমাদের ইচ্ছাকে যীশুর অধীনে রাখতাম তাহলে আমরা কখনই আমাদের হৃদয়কে যা খুশি তা করতে দিতাম না বরং ঈশ্বরের হৃদয়কে কিভাবে আনন্দিত করা যায় তাই করতাম। আমরা কখনও আশ্চর্যন্বিত হব না এই ভেবে যে, ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কি করাতে চান? কারন এর উত্তর আমরা ঈশ্বরের বাক্যে খুঁজে পায়। স্বামীদের উদ্দেশ্যে বাইবেল এই কথা বলে, "স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন"(ইফিষীয় ৫:২৫) পদ। ঈশ্বর স্ত্রীদের বলেন, "নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হও"(২২ পদ)। একজন নারী তার নিজের স্বামীর কাছে প্রেম, দয়া এবং মমতা বা আবেগ প্রদর্শন করবে। যীশু পিতামাতার উদ্দেশে এই কথা বলেন, "পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, বরং প্রভুর শাসনে ও চেতনা প্রদানে তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুল" (ইফিষীয় ৬:৪ পদ)। পরিশেষে সন্তানদের বলেন, "সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে পিতামাতার আজ্ঞাবহ হও, কেননা তাহা ন্যায্য" (৬:১ পদ)।

তৃতীয় রহস্যটি একটি জীবন্ত এবং সক্রিয় সম্পর্ক প্রকাশ করে। যোহন ২:৬, ৭ পদ কি বলে তা লক্ষ্য করুন। "সেখানে যিহূদীদের শুচিকরণ রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টি জালা ছিল, তাহার এক একটিতে দুই মণ করিয়া জল ধরিত। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালা জলে পূর্ণ কর। তাহারা সেগুলি কানায় কানায় পূর্ণ করিল। এই জালাগুলো সবর্দা জলে পরিপূর্ণ এবং ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত থাকত। এই ঘটনায় জালাগুলো খালি দেখায় যে, পরিবারিক ধর্ম অনুশীলিত হচ্ছে না। খালি জালাগুলো অসার ধর্মকে নির্দেশ করছে।

দুর্ভাগ্যবশত আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান তাদের গৃহে এই তিনটি গোপন রহস্য ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করে না। যার কারনে পরিবার ভেঙ্গে যায়, সন্তাননেরা অবহেলিত, তীব্র বিরক্তি এবং যন্ত্রনায় ভোগে। যীশু আমাদের গৃহে উপস্থিত থাকতে চান যেভাবে তিনি কান্না নগরের বিবাহ বাটিতে উপস্থিত ছিলেন। আপনি কী তাঁকে গৃহে আসার জন্য আহ্বান করতে চান ?

-Pastor Juracy Santiago Castelo, Central Brazil Conference

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

গালীলের কান্না নগরের বিবাহের ঘটনায় আমরা একটি সফল বিবাহের তিনটি গোপন রহস্য খুঁজে পায়:

১। যীশুকে নিমন্ত্রণ করুন।

২। যীশু আপনাকে যা করতে বলছেন ঠিক তাই করুন।

৩। তাঁর সঙ্গে একটি প্রানবন্ত এবং সক্রিয় সম্পর্ক স্থাপন করুন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। আরো কোন কোন উপায়ে আমরা যীশুকে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করতে পারি?

২। আপনি জানেন এমন আপনার এবং অন্য পরিবারের 'আশ্চর্যজনক' প্রার্থনার উত্তর বর্ণনা করুন।

৩। আজকে ঈশ্বর আপনাকে এমন কি কঠিন জিনিস করতে বলছেন (স্কুলে, ঘরে বা কাজের জায়গায়)?

২ পরিবার ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রতিফলিত করে

"পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি করুণা করেন।" (গীতসংহিতা ১০৩:১৩ পদ)

আপনার কথোপকথনের মধ্যে স্বর্গের আলো বয়ে আনুন। উৎসাহ এবং আনন্দমূলক শব্দগুলো উচ্চারণের মাধ্যমে আপনি প্রকাশ করুন যে খ্রীষ্টের ধার্মিকতার আলো আপনার আত্মাতে বসবাস করে। সন্তানদের আনন্দমূলক কথা বলা আবশ্যক। তাদের সুখের এবং তাদের অনুভতিগুলোকে সাড়া দেবার জন্য সমর্থন করা অপরিহার্য। তাদের কঠোরতার উপর সংগ্রাম করতে হবে এবং তাদের অভিব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে কোমল শব্দ প্রয়োগ করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য পাঠের মাধ্যমে তাঁর সৌন্দর্যকে ধারণ করতে পারেন এবং আপনার গৃহ জীবনের সুখ ও সাফল্যের জন্য এটিকে লালন করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। একটি সুখসমৃদ্ধ মিষ্টি এবং রৌদ্রজ্জ্বল প্রাকৃতিক পরিবেশে সন্তানদের বিকাশ ঘটবে।

চরিত্রের সত্যিকারের সৌন্দর্য এমন কিছু নয় যা বিশেষ কোন অনুষ্ঠানে প্রকাশ পায়; কিন্তু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ যে আত্মায় বসবাস করে তা সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রকাশ পায়। যিনি এই অনুগ্রহকে জীবনের এক চিরস্থায়ী উপস্থিতি হিসেবে লালন করেন তিনি চরিত্রের সৌন্দর্যের পাশাপাশি সহজ পরিস্থিতির মধ্যে সৌন্দর্য প্রকাশ করেন। আমাদের গৃহে, বিশ্বে ও মণ্ডলীতে খ্রীষ্টের সরূপ জীবনযাপন করব। আমাদের চারিপাশে বিভিন্ন আত্মা রয়েছে যাদের রূপান্তরের প্রয়োজন রয়েছে। যখন ঈশ্বরের নিয়ম হৃদয়ে লেখা হয় এবং ঈশ্বরের পবিত্র চরিত্রের সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তখন যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের শক্তি সম্পর্কে জানে না তারাও রূপান্তরিত হবার কামনা প্রকাশ করবে।

পরিবারে একটি গুরুত্বর পর্যালোচনা গ্রহন করা প্রয়োজন। এখন স্বর্গে যে সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা হচ্ছে সে সম্পর্কে পিতামাতাদের উচিত সন্তানদেরকে ঈশ্বরের ভয় এবং ঈশ্বরের প্রেম শিক্ষা গ্রহণে উদ্ধুদ্ধ করা। ততসঙ্গে কঠোর কোন কথা দিয়ে বা শাস্তি দিয়ে নয় বরং সতর্কতার সাথে এবং প্রার্থনার মাধ্যমে সন্তানদের জয় লাভ করতে হবে যাতে তারা শত্রুদের দ্বারা ফাঁদে না পড়ে।

প্রতিটি পরিবার সত্য সম্পর্কে জানে, যা অন্য পরিবারকে জানাতে হবে। প্রভুর লোকদেরকে বিশেষ কাজের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিবারের অনেকে যারা ধ্বংসের পথে যাচ্ছে তাদেরকে খোঁজার জন্য সন্তানদের তথা বয়স্কদের কাজ করতে হবে। যীশু খ্রীষ্ট যুবক থাকাকালীন সময়ে সকলের সঙ্গে মিশে ছিলেন এবং যার মাধ্যমে তিনি অন্যদের তাঁর কাছে আনতে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। ঠিক তেমনি আজকের যুবকদেরও তাঁর শক্তির মাধ্যমে অনেক আত্মাকে যীশুর কাছে আনতে হবে।

ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে সন্তানদের গঠন করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের দায়িত্বভার দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের সাদুবাদ করা প্রয়োজন। ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে দৈনন্দিন একজন সন্তানের ভাল মন্দতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়। "পিতা যেমন তার সন্তানদেরকে ভালোবাসেন তেমনি ঈশ্বরও ভালোবাসেন যারা তাঁকে ভয় করে।" মাতা যেমন তার সন্তানদেরকে সান্ত্বনা দেন, তেমনি আমিও (ঈশ্বর) তোমাদেরকে সান্ত্বনা দেব।

-Ellen G. White, Our Fathers Cares, p. 298, 299

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

একটি সুখী গৃহ জীবনে একজন সুখী শিশু গঠন করবে! এটি হৃদয়ের মধ্যে বসবাসরত খ্রীষ্টের একটি ফলাফল এবং মানুষের পরিবর্তনে ঈশ্বরের সেরা শক্তির সাক্ষ্য বহন করে। যারা খ্রীষ্টের অনুগ্রহের ক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞাত রয়েছে তারা বাসনায় পরিচালিত হবে এবং রূপান্তরিত হবে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। কোন পরিস্থিতি আপনাকে রাগান্বিত করে এবং ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াই?

২। আপনার সঙ্গী, সন্তান, ভাইবোন এবং পিতামাতাকে সুখী করার জন্য কাজগুলো পুনরায় করুন।

৩। কিভাবে আমরা ভাল কাজের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হতে পারি যার মাধ্যেমে অন্যদের ঈশ্বরের কাছে আনতে পারি?

৩ এদন, প্রথম গৃহ

"সদাপ্রভু ঈশ্বর...এক জন স্ত্রী...নির্মাণ করিলেন, ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন...এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।" (আদিপুস্তক ২:২২-২৪ পদ)

প্রথম বিবাহ ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে প্রকাশিত হলেন। "বিবাহ আদরণীয়" (ইব্রীয় ১৩:৪ পদ); এটি মানুষের কাছে প্রথম উপহার এবং এটি দুটো প্রতিষ্ঠার মধ্যে অন্যতম একটি যা পতনের পর আদমকে স্বর্গের বাইরেও দেওয়া হয়। যখন ঐশ্বরিক নীতিগুলো সম্পর্কের মধ্যে স্বীকৃতি পায় এবং তা মেনে চলা হয় তখন বিবাহ আর্শীবাদে পরিণত হয়, যা বিবাহের শুদ্ধতা এবং সুখকে রক্ষা করে। তাছাড়া মানুষের সামাজিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রকৃতিকে উন্নত করে।

আমাদের আদি পিতামাতার গৃহ অন্যান্য গৃহের জন্য আদর্শরূপ ছিল যেমনিভাবে তাদের সন্তানেরা পৃথিবীতে ব্যাপৃত হতে হত। সেই গৃহটি ঈশ্বর তাঁর নিজ হাত দিয়ে সুন্দর ভাবে সাজিয়ে ছিলেন, সেটি কোন সুন্দর প্রাসাদ ছিলনা, এটি ছিল একটি বাগান। এটিই তার আবাসস্থল ছিল। পবিত্র যুগলের চারিপাশে সর্বদা একটি শিক্ষণীয় প্রতীয়মান ছিল-সত্যিকারের সুখ কোন গর্ব ও বিলাসিতায় পাওয়া যায় না, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেই অর্জন সম্ভব। যদি মানুষ কৃত্রিমতায়কম মনোনিবেশ করে এবং মহৎ সরলতা চর্চা করে, তবে তাদেরকে সৃষ্টি করার পিছনে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য তা উত্তর দানে সক্ষম হবে। গর্ব এবং উচ্চাকাঙক্ষায় কখনও আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় না। বরং যারা সত্যিকারের জ্ঞানী তাদের জীবনে ঈশ্বরকে প্রথমে রাখার মাধ্যমে তারা সুখ ও তৃপ্তির উৎস পায় ।

আমাদের আদি পিতামাতা আদম এবং হবা ঈশ্বরের এদন উদ্যান "যত্ন নিতে এবং দেখাশুনা করায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন।" তাদের কাজটি খুব ক্লান্তিকর ছিল না বরং আনন্দদায়ক ও সহজ কাজ ছিল। ঈশ্বর তাদের এ কাজে নিরূপিত করলেন যাতে তারা তাদের মনকে অধিষ্ঠান করতে, দেহকে শক্তিশালী এবং তাদের শারীরিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারে। তাই মানসিক ও শারীরিক কাজে আদম তার এক অনন্য পবিত্র অস্তিত্বের আনন্দ পেয়েছিলেন। পবিত্র উদ্যানে শুধু আমাদের আদি পিতামাতা ছিলেন না, কিন্তু সমস্ত প্রাণী ছিল যারা সৃষ্টিকর্তার গৌরব বর্ণনা করত। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁর অসীম জ্ঞান এবং শক্তি প্রকাশ করত। এ সমস্ত কিছুর মাধ্যমে আমাদের আদি পিতামাতা এমন কিছু উদ্ভাবন করতে পেরেছিল যা তাদের হৃদয়কে প্রেমে ও কৃতজ্ঞতায় ভরে দিয়েছিল।

যতদিন তারা ঐশ্বরিক নিয়মের প্রতি অনুগত থাকবে, তাদের জানার ক্ষমতা, আনন্দ ও প্রেম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তারা অবিরত নতুন জ্ঞানের ভাণ্ডার অর্জন, অভিনব আনন্দের ধারা আবিষ্কার এবং ঈশ্বরের অসম্ভব ও অবিচ্ছিন্ন প্রেমের স্পষ্ট ধারনা লাভ করতে পারবে। -*Patriarchs and Prophets, pp. 46-51*

-Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 194

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

নর এবং নারীকে ঈশ্বর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর প্রথম বিবাহ প্রতিষ্ঠা করেন-এর মধ্যে ঈশ্বরের প্রথম উপহার হল পুরুষ। আমাদের আদি পিতামাতার (আদম এবং হবার) গৃহ অন্যদের গৃহের জন্য আদর্শরূপ ছিল। তাদেরকে বাগানটির তত্ত্বাবধান এবং যত্নে ভার দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর তাদের শ্রমকে নিরূপিত করলেন যাতে তারা তাদের মনকে অধিষ্ঠান করতে, দেহকে শক্তিশালী এবং শারীরিক ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। বিবাহিত হওয়ার আশীর্বাদসমূহ কি কি?

২। কায়িক শ্রমের অথবা স্বেচ্ছায় ঘরে কাজ করার একটি তালিকা তৈরি করুন।

৩। পরিবারের কোন কাজগুলো আপনাকে আপনার পরিবারের কাছে আরো প্রশংসিত করে?

৪ অব্রাহাম ঈশ্বরের আহ্বানে বাধ্য ছিলেন

"কারণ অব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া আমার আদেশ, আমার আজ্ঞা, আমার বিধি ও আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে।" (আদিপুস্তক ২৬:৫ পদ)

অব্রাহামের নিজস্ব উদাহরণ, তার জীবনের নিরব প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটি দারুণ শিক্ষা প্রদান করে। তার অটল সততা, দয়াশীলতা ও নিঃস্বার্থতার গুণে রাজার প্রশংসা পেয়েছিলেন তা গৃহে প্রদর্শিত হয়। তার জীবন এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুবাসিত, আর্দশ ও মাধুর্যময়সমূহ স্বর্গের সহিত তার সম্পর্কের প্রকাশ করে। তিনি কখনও তার অসহায় দাসদের অবহেলা করতেন না। তার গৃহে কোন ধরনের আইন ছিল না যা দিয়ে দাস এবং মালিকের বিচার করবেন। তিনি ধনী এবং গরীবদের সমান ভাবে দেখতেন। তিনি একজন উত্তরাধিকারী হিসেবে সকলের সঙ্গে ন্যায়বিচার ও সমবেদনার সহিত ব্যবহার করতেন।

"তিনি তার পরিবারকে....আদেশ দিবেন।" যেখানে তার সন্তানদের মন্দ প্রবণতা, কোন ধরনের দুর্বলতা, নির্বোধতা, পক্ষপাত্তিত্ব এবং কোন ধরনের অবহেলা দেখা যাবে না । সব ভুলের স্বীকারোক্তি দিতে হবে। অব্রাহাম কেবল সঠিক নির্দেশনা দেননি বরং তিনি ন্যায় ও ধার্মিকতার নিয়মাবলির মর্যাদা বজায় রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

আজকাল খুব কম লোকই এই উদাহরণ অনুসরণ করেন! অনেক পিতামাতা ভালোবাসা অন্ধ ও স্বার্থপরতায় আবেগঘন, যা শিশুদের নিয়ন্ত্রণে ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছানুযায়ী তাদের উপর অযৌক্তিক বিচার এবং অনাকাঙ্ক্ষিত অনুভূতি প্রকাশ করে শিশুদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। এর ফলে একজন শিশুর ক্ষেত্রে চরম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় যা বিশ্বের জন্য একটি বড় ভুল। এমন পিতামাতার অনাচারের ফলে পরিবারে ও সমাজে বাধার সৃষ্টি হয়। যার ফলে সন্তানেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে বিপরীত হয়ে পড়ে এবং সন্তানদের মধ্যে তখন অবাধ্যতা দেখা দেয়। অব্রাহামের মত, পিতামাতাদের উচিত কোন আদেশ দেবার পূর্বে তা নিজেদের মেনে চলা। আর একজন সন্তানের উচিত পিতামাতার কর্তৃত্বের আনুগত্যকে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের আনুগত্যের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শেখা এবং প্রয়োগ করা।

যারা ঈশ্বরের পবিত্র নিয়মকানুনকে নষ্ট করতে চায় তারা পরিবার, সমাজ তথা জাতি গঠনে সরাসরি আঘাত আনছে। ধর্মীয় পিতামাতা, যারা নিয়মকানুন পালনে ব্যর্থ, তারা তাদের পরিবার পরিজনকে প্রভুর পথে চলতে আদেশ দিতে পারে না। ঈশ্বরের নিয়মকানুন আমাদের জীবনকে বিধিবদ্ধ করে না। অনেক পরিবারে শিক্ষা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতে পারে না। এমনি অনেক অহেতুক পরিবার আছে।

পিতামাতা নিজেরা যদি প্রভুর আজ্ঞাতে জীবনযাপন না করেন, তবে কিভাবে তারা নিজেদের সন্তানদের তাদের অনুসরণ করতে বলবেন। আমাদের কিছু কিছু নিয়মের সংস্কার করা প্রয়োজন যা হবে গভীর ও বিস্তৃত। *-Patriachs and Prophets, pp.142-143.*

-Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 194

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

অব্রাহাম একজন আদর্শরূপ পিতা ছিলেন কারণ তিনি স্বর্গীয় পিতার কাছে বাধ্যতার মধ্যে তার জীবনকে আদর্শরূপে গঠন করেছিলেন। আজ, অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানকে তাদের অগঠিত বিবেচনা এবং অশৃঙ্খলায় চলার নিয়ন্ত্রণে অনুমতি প্রদান করে থাকে। পিতামাতার শাসনের অভাবের অবদানে পরিবারে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। আপনার পরিবারে কোন ধরনের মর্যাদা আপনার সন্তানদের মধ্যে দেখতে চান?

২। আপনার সন্তানের এমন কোন দাবী বা চাওয়া আছে যা না বলা কঠিন? সেগুলো তালিকাবদ্ধ বা বর্ণনা করুন। কিভাবে আপনি এই দাবীগুলোর সঙ্গে লেনদেন করবেন?

৩। কিছুসংখ্যক পিতামাতা এবং সন্তানেরা যারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসরণ করে না তাদের কাছে পৌছাঁনোর জন্য একটি পরিবার কি করতে পারে?

সঙ্কটময় সময়ে সাহসী নারী

"ফলে যদি তুমি এই সময়ে সর্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক, তবে অন্য কোন স্থান হইতে যিহূদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটিবে, কিন্তু তুমি আপন পিতৃকুলের সহিত বিনষ্ট হইবে; আর কে জানে যে, তুমি এই প্রকার সময়ের জন্যই রাজ্ঞী পদ পাও নাই?" (ইষ্টের ৪:১৪ পদ)

আজকের এই অনুচ্ছেদে সংকটের সময়ে একজন নারীর বিরাট ভূমিকা উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। হামনের পরহিংসার কারণে ইস্রায়েল জাতি ধ্বংসের পথে পা দিয়েছিল। তখন কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠিক সেই মর্হুতে ইষ্টের নামে একজন সংবেদনশীল বিজ্ঞ নারী আগমন হল যিনি রাজার কাছে গিয়ে তার জাতির জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। ইষ্টের রানী যীশুর একটি উদাহরণ, যিনি ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য মধ্যস্থতা করেছিলেন।

বিচারকর্তৃগণের বিবরণে আমরা আরও নারীদের উদাহরণ দেখতে পায়, সংকটের সময়ে যাদের পুরুদের থেকেও অধিক শক্তিশালী একজন নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। তাদের মধ্যে দবোরা প্রথম। তিনি একজন ইস্রায়েল জাতির বিচারক ছিলেন এবং নিবেদিত স্ত্রী ও মা হওয়ার পাশাপাশি তিনি ঈশ্বরের লোকদের বিচার করেছিলেন। সেই সময়ে কনানের রাজা যাবীন তার সেনাপতি সীষরাকে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পাঠালেন। তারপর ইস্রায়েলের ইতিহাসে দবোরাকে মহৎরূপে দেখা যায়। তিনি বারক নামে একজন ঈশ্বরের সৈনিককে যুদ্ধের জন্য ডাকলেন, কিন্তু বারক ভীত হয়ে দবোরাকে বললেন: আপনি যদি আমার সঙ্গে যান, তবে আমি যাব; কিন্তু আপনি যদি আমার সঙ্গে না যান তাহলে আমিও যাব না। দবোরা বারককে বললেন. আমি আপনার সঙ্গে যাব কিন্তু এই যাত্রায় আপনার সম্মান হবে না; কারণ সদাপ্রভু সীষরাকে এক জন স্ত্রীলোকের হাতে বিক্রি করবেন।

যুদ্ধে ইস্রায়েল জাতি বিজয় লাভ করেছিল বটে, কিন্তু বারক মহান বিজয়ী ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, সীষের সৈন্যরা পালিয়ে গেলেন, কিন্তু তিনি যায়েল নামে এক মহিলার হাতে ধরা পড়েন। সেই মুহূর্তে যায়েল ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষার জন্য একটি উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের চূড়ান্ত মুহূর্তের সময় অন্য একজন মহিলার প্রকাশ ঘটেছিল, যিনি ভয়কে উপেক্ষা করে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। মরিয়ম, সেই হত দরিদ্র, পাপী, যিনি যীশুর অনুগ্রহ ও ক্ষমা পেয়েছিলেন। তিনি কালভেরিতে শেষ পর্যন্ত ছিলেন এবং প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সমাধিতে গিয়েছিলেন।

এই মহিলারা সংকটের মুহূর্তগুলোর মুখোমুখি হওয়ার জন্য কোথা থেকে সাহস ও প্রজ্ঞা পেয়েছিলেন? আসুন, আমরা মগ্দলীনী মরিয়মের কথা চিন্তা করি, যিনি বলবেন যে, তিনি যীশুর থেকে অনেক দূরে ছিলেন এবং যার জীবন ব্যর্থতা ও হতাশায় পূর্ণ ছিল। কিন্তু একদিন তিনি যীশুর চরণে বিজয় লাভের রহস্য খুজেঁ পেয়েছিলেন। সেখানে আপনি তাকে দেখতে পাবেন যিনি যীশুর কাছে বসে আছেন অন্যদিকে তার বোন মার্থা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনি আবারও তাকে দেখতে পাবেন, যিনি তার চোখের জলে যীশুর পা অভিষিক্ত করছিলেন, যেখানে অন্যরা ভোজ উপভোগ করছিলেন। আবারও একবার আপনি দেখতে পাবেন, যিনি ক্রুশের পাদদেশে বসে আছেন যখন অন্যরা যীশুকে ছেড়ে পালিয়ে যান। যীশু এবং ক্রুশ থেকেই মরিয়ম, দবোরা, ইষ্টের

এবং অন্য নারীরা সংকটের মুহুর্তগুলোর মুখোমুখি হওয়ার শক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। আর আজও নারী ও পুরুষরা সমস্যার সম্মুখীন হতে এবং সমাধানে প্রয়োজনীয় শক্তি খুঁজে পেতে পারেন।

-Aalejandro Bullon, More Like Jesus, p. 218

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

১। এই বার্তাটি ইষ্টের, দবোরা, যায়েল, মগ্দলিনী মরিয়ম এবং অন্যান্য নারীদের জীবনের বিশ্বাস এবং সাহসের সম্পৃক্ততা প্রকাশ করে।

২। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বসবাসের ক্ষমতা বড় ফলাফল অর্জন করতে পারে।

৩। যেমনিভাবে তিনি এইসব নারীদের তাদের জীবন ঝুকিঁ রেখে তাদের লোকদের রক্ষার জন্য আহ্বান করেছেন, সুতরাং তিনিও আমাদের এ অবস্থানে আসার জন্য প্রভাবিত করছেন যাতে আমরাও প্রয়োজনে ঝুকিঁ নিয়ে অন্যদের রক্ষা করতে পারি।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। সংকটের সময়ে তাদেরকে শক্তিশালী করে তুলেছে এমন নারীদের মধ্যে কোন গুনাবলীগুলো সাধারণ?

২। আপনি কি কখনও ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়েছেন বা সম্ভাব্য গুরুত্বর পরিনতির কারণে আপনি একটি সমালোচনামূলক সিদ্ধান্তের জন্য ভীত হয়েছেন?

৩। শেষবারের মতো কখন আপনি কারো সঙ্গে কথা বলার জন্য যথেষ্ট সাহসী ছিলেন এবং চিন্তা করে এমন একটি পছন্দ নির্দেশ করেছিলেন যা ক্ষতিকারক বা নেতিবাচক ফলাফল হতে পারে? সদাপ্রভু কি এটি করতে আপনাকে আহ্বান করছেন? আপনার প্রতিউত্তর কি?

কিভাবে আপনার বিবাহিত জীবনকে আরও সফল করে তুলবেন?

"অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর।" (১ পিতর ১:২২ পদ)

এক দম্পতি তাদের ৫০তম বিবাহ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছিলেন। স্থানীয় সংবাদপত্র নতুন দম্পতির সাক্ষাতকারের জন্য একজন প্রতিবেদককে পাঠালেন। স্বামী তখন বাড়িতে একা ছিলেন, তাই সাংবাদিক তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, "সুখী ও স্থায়ী বিবাহের কৌশল কী?" "বৃদ্ধ স্বামী খুব আস্তে করে বললেন, আচ্ছা, আমি তোমাকে বলছি যুবক," "সারা আমার প্রথম এবং একমাত্র বান্ধবী।" যখন সারা ভেবেছিল যে আমাদের বিবাহ করা উচিত, তা শুনে আমি কাঁপছিলাম। বিবাহের পরে তার বাবা আমাকে উনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে বললেন। তিনি আমাকে একটি ছোট প্যাকেজ দিয়ে বললেন, "সুখী বিবাহের জন্য তোমার যা জানার দরকার তা এর মধ্যে আছে। বাক্সের ভিতরে একটি সোনার ঘড়ি ছিল।" সেই ঘড়িটি তিনি সাংবাদিককে দেখানোর চেষ্টা করলেন। তারপর তিনি ঘড়িটি সাংবাদিকের আরও কাছে নিলেন যাতে তিনি ঘড়ির মুখের উপর কী খোদাই করা ছিল তা দেখতে পান। ঘড়িটিতে লেখা ছিল, "সারাকে আজকের দিনে ভালো কিছু বল!" বৃদ্ধ লোকটি হাসলেন এবং বলল, "এটা খুবই সহজ, কিন্তু এটি কার্যকরী ছিল।"

আপনার বিবাহ জীবনকে সফল করার জন্য নিম্নে আরও পাচঁটি কৌশল বর্ণনা করা হল। আপনি যখন এগুলো পড়বেন, মনে রাখবেন, কোন গৃহই নিখুঁত নয়, কোন বিবাহই ত্রুটিহীণ নয়। বৈবাহিতক জীবনে কোন না কোন ভুল থাকেই। এজন্য অনেক দম্পতি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একে অপরের আনন্দকে বোঝা।

- আপনার বিবাহিত জীবনের সঙ্গে অন্যদের বিবাহিত জীবনের তুলনা কখনও করবেন না। আপনি আপনার নিজের বৈবাহিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করুন। সব বিবাহেই অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তাই যীশুকে আপনার বিবাহের মাপকাঠি হিসেবে রাখুন।
- নিয়মিত আপনার বিবাহিত জীবনের লক্ষ্য নিয়ে পর্যালোচনা করুন। আর আপনি আপনার বিবাহিত জীবনে উচোট খেয়েছেন কি না তা লক্ষ্য করুন। এ কাজটি আপনি বছরে একবার বা দুইবার করতে পারেন। খুঁজে বের করুন, কোথায় আপনার বিবাহিত জীবনে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে এবং কোথায় দ্বন্দ্ব রয়েছে? একই সঙ্গে খুঁজে বের করুন, কতটা সময় আপনারা একসঙ্গে যাপন করেন?
- একে অপরের সঙ্গে কথা বলুন। সব সময় একসঙ্গে থাকতে হবে এমন নয়, দূরে থেকেও যোগাযোগ রাখতে পারেন। কোনো একজন বলেছিলেন যে টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন ছাড়া তারা একে অন্যের সঙ্গে কথা বলতেন না। একবার একজন স্ত্রী অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, তার স্বামীর সঙ্গে নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি যথেষ্ট সময় পান না, কারণ টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন অল্প সময় হয়!

- আপনাদের আর্থিক সমস্যাগুলো একসঙ্গে মিলে মোকাবেলা করুন। সাধারনত বিয়ের তিনটি বড় সমস্যা হচ্ছে অর্থ, যৌন এবং শ্বশুর-শাশুরিদে। এদের মধ্যে আর্থিক সমস্যা হচ্ছে অনেক বড় যা আপনি চিন্তা করেন। আর হ্যাঁ, তাই পরিবারে বাজেট করা এবং তা অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বিয়েতে অর্থ একটি প্রধান সমস্যা যা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে থাকে।
- একে অপরের সঙ্গে সরল ভাষা ব্যবহার করুন। বছরের পর বছর আপনি যে যোগাযোগের জন্য মধুর ভাষা ব্যবহার করেছিলেন তা স্মরণ করুন এবং তা আপনার সঙ্গীকে বলুন। যদি আপনি তাকে প্রকৃত ভালোবাসেন তবে তার চুলের ধরন, তার টাই, খাবার এসবে লক্ষ্য রাখুন। একে অপরের সঙ্গে বার বার মধুর কথাগুলো বললে সম্পর্ক আরো উজ্জীবিত হয়। সব সময় বলুন, "আমি তোমাকে ভালোবাসি"।

পবিত্র বাইবেলের কথা স্মরণ করুন, যেখানে এই কথা বলা রয়েছে: "অন্তঃকরণে পরস্পর একাগ্রভাবে প্রেম কর।" (১ পিতর ১:২২ পদ)

-Moyses S. Nigri, Walking with God Everyday, p. 345

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

প্রায় সহজ বা নির্দিষ্ট কোন কাজ করাতে বাছাই করুন যা আপনার সঙ্গীকে ভালবাসা এবং যত্নে পূর্ণ করবে এবং সুখী বিবাহিত জীবনে অবদান রাখবে। কিছু উদাহরণ হয়ত হতে পারে এ ধরনের- দিনে কোথাও যাওয়ার পূর্বে কোনো বার্তা লিখে বা ভয়েস কলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন, হয়ত তার কাঁধে হাত রেখেও বলতে পারেন, এবং এমন কিছু বলুন যা অমায়িক ইত্যাদি। যাইহোক, এটি করতে কাজ, প্রার্থনা, প্রতিশ্রুতি এবং আগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে যার মাধ্যমে আমরা এসব বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বরের মর্যাদায় বসবাস করতে পারি।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। অন্য কোন মানব সম্পর্ক যা বিবাহকে অসাধারণ করে তোলে?

২। আপনার সঙ্গীর কাছে মনোহর বা আকর্ষিক থাকার জন্য আপনি কি করতে পারেন?

৩। আপনার বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছর, দশ বছর এবং বিশ বছরের মাথায় কি দেখতে চান?

৭ পিতা ও মাতাকে সমাদরে দীর্ঘ পরমায়ুর প্রতিশ্রুতি

"তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।"
(যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ)

যারা সত্যিকার অর্থে যীশুকে তাদের অন্তঃকরণ দিয়ে অনুসরণ করে তারা তাঁকে (যীশু) সর্বোচ্চ আসনে তুলে ধরে। তাদের উচিত পরিবারে যীশুর আত্মা ও চরিত্রকে তুলে ধরা এবং যারা তাদের ঘরে আসেন তাদের সাথে দয়ার ভাব এবং সৌজন্যতা প্রকাশ করা। এমন অনেক সন্তান আছে যারা সত্য জানতে চায়, কিন্তু না জানার কারনে তাদের পিতামাতাকে তারা সমাদর বা সম্মান করে না এবং পিতামাতাকে তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। তারা এসব থেকে মুক্তি পেতে চায়। অনেকে নিজেদের খ্রিস্টীয়ান বলে দাবী করে কিন্তু তারা জানে না, "তোমার পিতাকে ও মাতাকে সমাদর করিও," বলতে কি বুঝায়, এর ফলে তারা এও জানে না যে, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়," (যাত্রাপুস্তক ২০:১২ পদ)..... বলতে কি বোঝায়। হৃদয়নুসন্ধানীরা জানে যে পিতামাতার প্রতি তাদের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত। পিতামাতার প্রতি আমাদের অবহেলা এবং উদাসীনতা জন্য অনুতপ্ত করতে হবে, তবেই আমরা ঈশ্বরের প্রদত্ত প্রতিজ্ঞাত দেশ পাব। পিতামাতাকে আমাদের যোগ্য সম্মান দিতে হবে। ঈশ্বর নিজেই বলেছেন, যারা পিতামাতার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করছেন তাদের তিনি নির্ধারিত সময়ে তাঁর অবস্থানে রাখবেন। কিন্তু যারা পিতামাতার প্রতি তাদের দায়িত্বপালন করছেন না, তাদের তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন। পঞ্চম আজ্ঞা সন্তানদের শুধুমাত্র তাদের পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, নমনীয়তা এবং আনুগত্য প্রকাশ করাই বোঝায় না বরং পিতামাতার প্রতি প্রেম, মায়া এবং তত্ত্বাবধান করার বিষয়েও বলে। শুধু তাই নয় বৃদ্ধ বয়সেও সন্তানদের তাদের পিতামাতার প্রতি সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পিতামাতা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন সন্তান হিসেবে আপনার পঞ্চম আজ্ঞা পালনে অর্থাৎ তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব বজায় থাকবে।

-Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p. 60

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

আপনি যদি দীর্ঘ জীবন এবং সুখী জীবন চান, তাহলে আপনার পিতামাতাকে সমাদর করুন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। কিভাবে আপনি আপনার পিতামাতাকে সমাদর করেন? কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ?

২। যদিও আপনি আপনার পিতামাতা থেকে দূরে বসবাস করছেন তথাপি আপনি কিভাবে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি বা সমাদর প্রদর্শন করতে পারেন?

৩। যদিও বা আপনি আপনার পিতামাতার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করছেন কারণ তারা ভিন্ন বিশ্বাসী, মর্যাদা বা অন্য কোন পরিস্থিতিতে আছে তথাপি আপনি কি করতে পারেন?

একটি সুখী বিবাহের জন্য যীশুর রেসিপি

"সেখানে যিহূদীদের শুচিকরণ রীতি অনুসারে পাথরের ছয়টা জালা বসান ছিল, তাহার এক একটিতে দুই তিন মণ করিয়া জল ধরিত। যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালা জলে পূর্ণ কর। তাহারা সেগুলি কানায় কানায় পূর্ণ করিল।" (যোহন ২:৬, ৭ পদ)

যীশু এমন একটি বিবাহ বাটিতে উপস্থিত ছিলেন যেখানে সমস্যা চলছিল। বিবাহ বাটিতে একটি প্রথা ছিল যেখানে প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হত এবং তারপর নিম্নতর দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হত। যখন যীশু বিবাহ বাটিতে ছয়টি জালার জল উত্তম দ্রাক্ষারসে পরিণত করেন তখন সকলেই বিস্মিত হয়েছিল। এটি অস্বাভাবিক ছিল। আর ঘটনাটি আজকের দিনে আমাদের কাছে এবং একজন নব দম্পতির কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। নতুন দম্পতি তাদের বিবাহের প্রথম অংশে তাদের সেরাটা (নতুন দ্রাক্ষারসের মত) দেয়। কিন্তু সময় যেমনিভাবে কাটতে থাকে তখন সমস্যা দেখা দেয় এবং তাদের প্রচেষ্টা (পুরাতন দ্রাক্ষারসের মত) দুর্বল হয়ে পড়ে। যীশু এটি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর উপস্থিতিতে একটি বিবাহ শুরুতে যতটুকু ভালো হবে, তার থেকেও শেষটি অধিক উত্তম হবে। এ বাইবেলীয় গল্পের উপর ভিত্তি করে, একটি সুখী পরিবারের পরিকল্পনা করা যায়।

একটি বিবাহ বাটিতে জালা পূর্ণ করা মানে প্রেমের জালা পূর্ণ করা। সুখী বিবাহের জন্য প্রকৃত প্রেম অপরিহার্য। বিবাহে শারীরিক আকর্ষণ বা চাহিদা অস্থায়ী। শুধু বাহ্যিক চেহারা এবং সৌন্দর্য্য সুখী দাম্পত্যের ভিত্তি নয়। কিন্তু সত্য প্রেম পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহচর্য্য এবং আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের উপর ভিত্তি করে। প্রেমের উপর ভিত্তি করেই আমাদের সঙ্গীর প্রতি সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে পারি। যখন কোন দম্পতি একে অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে, তখন বিবাহে একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপিত হবে।

আমরা যখন খ্রীষ্টের কাছাকাছি থাকি তখন আমাদের মাঝে কোন ভয় থাকে না বরং খ্রীষ্টের প্রেম থাকে। যার ফলে ঈশ্বর আমাদের প্রেম করার ক্ষমতা দান করেন। কিন্তু আমরা যখন খ্রীষ্ট থেকে দূরে থাকি, তখন দু'জন ব্যক্তির মধ্যে ঐশ্বরিক, গভীর ও বাস্তব প্রেম থাকে না। হ্যাঁ, আমরা একে অন্যকে প্রেম করতে পারি, কিন্তু যখন আমরা আমাদের জীবনকে যীশুর নিকট সমর্পণ করি তখন ঈশ্বর আমাদের হৃদয়কে প্রেমের একটি বিশাল শক্তি প্রদান করবেন। রবার্ট বার্নস ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়টি পুনরায় লিখেছিলেন। তার অনুচ্ছেদটি এরূপ: "আমার গৃহটি পৃথিবীস্থ সম্পদ দিয়ে ভরা হতে পারে, কিন্তু যদি প্রেম না থাকে তবে গৃহটি হবে খালি খোলসের মত। আমার গৃহটি বুদ্ধিমানদের মিলিত হওয়ার একটি স্থান হতে পারে, কিন্তু যদি প্রেম না থাকে তবে গৃহটি হবে গোলযোগপূর্ণ। আমার গৃহ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে চিঠি পাঠানো হতে পারে যা মানবতার কল্যাণে লড়াই করে, কিন্তু যদি প্রেম না থাকে তবে এর প্রভাব শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যাবে। একটি উত্তম গৃহের আত্মা প্রেমে চিরসহিষ্ণু এবং মধুর হয়।

প্রেম ঈর্ষা করে না, আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না। একটি প্রেমপূর্ণ পরিবার বা গৃহ অন্যদের দুঃখ সংবাদ পেয়ে কখনও সুখী হয় না। বরং অন্য পরিবারের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা আরেক পরিবারে বলায়

সচেতন থাকে এবং তা বলে না; মানুষের জ্ঞান অপ্রচলিত হয়ে যাবে এবং প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে পারে তথাপি প্রেম কখনও শেষ হবে না। এখন আমরা কিছু জানি এবং আমরা আমাদের চমৎকার ভবিষ্যত দেখতে পাই, কিন্তু যখন সত্যিকারের আত্মা পৃথিবীস্থ বিষয়গুলো পরিচালনা দান করবে তখন আমাদের মাঝে ঈশ্বরের নিখুঁত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা এবং প্রেম এই তিনটি গৃহে আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

প্রতিদিন স্বর্গীয় প্রেমের জার দিয়ে আমাদের নিজেদের পূর্ণ করা উচিত। যদি আমরা তা করি, তাহলে আমাদের বিবাহ জীবনের প্রেম কখনই শেষ হবে না। *(Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 237)*

-LeoRanzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 181

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

প্রতিদিন স্বর্গীয় প্রেমের জালা দিয়ে আপনার বিবাহিত জীবনকে পূর্ণ করুন এবং এটি কখনই শেষ হবে না।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক বিবাহ বলতে কি বোঝায়?

২। কেন আপনারা সম্পর্ক এবং বিশ্বাসের ভিত্তি যীশুতে হওয়া উচিত?

৩। ব্যক্তিগত এবং আধ্যাত্মিক ভাবে বৃদ্ধি লাভের জন্য আপনার সঙ্গীকে উৎসাহিত করার জন্য আপনি কি করতে পারেন?

রিবিকা: ঐশ্বরিক মনোনয়ন

"কিন্তু আমার দেশে, আমার জ্ঞাতিদের নিকটে গিয়া আমার পুত্র ইস্‌হাকের জন্য কন্যা আনিবে।" (আদিপুস্তক ২৪:৪ পদ)

সারা বিশ্ব জুড়ে বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়লেও, পুরুষ ও নারী জীবনের জন্য সঙ্গী খুঁজার কাজ থেমে থাকে নি। যখন তারা কিশোর-কিশোরী, তখন তারা (তরুণরা) কাউকে খুঁজতে শুরু করে যে তাকে সুখী করবে। আমরা যখন কোন সঙ্গী বাছাই করার সিদ্ধান্ত নেই তখন আমাদের যে উদাহরণ অনুসরণ করা উচিত, সেটি অব্রাহামের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়। যখন তিনি তাঁর পুত্রের জন্য একজন স্ত্রীকে খুঁজছিলেন। সেই সময়ে পিতামাতারা সন্তানের জন্য বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতেন। আমার মনে পড়ে, উদাহরনসরূপ, যখন আমি তানজিনিয়ার একটি স্কুলে প্রথম পরিদর্শন করি। কোন এক রবিবার, যখন যুবকরা মিলে একটি চার্চের সামাজিকতায় সবাই মিলে মজা করছিল, তখন একজন শিক্ষক আমাকে দু'জন যুবকের দিকে মনোযোগ দিতে বলল: "পাস্টার, এই দুইজন বিবাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ। তাদের পিতামাতা রাজি হয়েছেন এবং যত তাড়াতাড়ি তারা স্নাতক ডিগ্রী লাভ করবে, তত তাড়াতাড়ি তারা বিয়ে করতে চলেছে।" এই দম্পতির মত, অব্রাহাম তার পুত্রের জন্য তার নিজের জাতি থেকে একজন সৎ সঙ্গীকে খুঁজছিলেন। তিনি তার দাস ইলিয়াষরকে বললেন তার পুত্রের জন্য কন্যা পছন্দ করতে। যখন ইলিয়াষর চলে গেলেন, তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে ঈশ্বরের দূত তার দাসকে পরিচালিত করবেন যিনি ইসহাকের ভবিষ্যৎ স্ত্রী হবেন। অব্রাহাম তার দাস ইলিয়াষরকে বলেছিলেন যে, ঈশ্বর তোমার আগে তাঁর আপন দূতকে পাঠাবেন।

দীর্ঘ যাত্রার পর, ইলিয়াষর নাহোর নগরে বিশ্রাম করছিলেন এবং নাহোর নগরবাসীর কন্যাগণ কখন কূপ থেকে জল তুলতে আসবে সেজন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেই সময়ে অব্রাহামের দাস ইলিয়াষর ঈশ্বরের কাছে একটি চিহ্ন চাইলেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করে বললেন, যে কন্যা জলের চাইলে পর তার অনুরোধ রক্ষা করবে সেই হবে ঈশ্বরের মনোনীত ইসহাকের স্ত্রী।

গল্পটি মনোমুগ্ধকর! রিবিকা, যাকে বাইবেল বর্ণনা করে "বড়ই সুন্দরী", যিনি তার কলশ কাঁধে করে আসলেন। রিবিকা যখন কলশ ভরে উঠে আসছিলেন, এমন সময় ইলিয়াষর তার কাছে আসলেন এবং বললেন: "বিনয় করি, আপনার কলশ হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দিউন" (আদি ২৪:১৭ পদ)। রিবিকা বললেন: "মহাশয়, পান করুন" (১৮ পদ)। তারপর তিনি ইলিয়াষর এবং তার সমস্ত উটদের জল পান করালেন।

রিবিকা ছিলেন একজন নিবেদিতা, অমায়িক এবং অতিথিসেবক। যখন তিনি ইলিয়াষরের উদ্দেশ্যর কথা শুনলেন তখন তিনি তার পিতার ঘরে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে কেবল অব্রাহাম এবং তার দাস ইলিয়াষর প্রার্থনায় রত ছিলেন না, এমনকি ইসহাকও প্রার্থনা ও ধ্যানে রত ছিলেন (৬৩ পদ)। একজন জীবন সঙ্গী বাছাইয়ের জন্য অনেক প্রার্থনার প্রয়োজন রয়েছে। পিতামাতা এবং সন্তান উভয়ের প্রভুর অনুমোদন অনুসন্ধান করতে হবে যাতে তারা এমন একজন তরুণ খ্রীষ্টিয়ান পুরুষ বা মহিলা খুঁজে পেতে পারে যারা প্রভুতে নিবেদিত।

রিবিকা ইলিয়াষরের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি এমন একজনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন যিনি ঈশ্বরকে প্রেম করেন! যখন তার ভাই লাবন তাকে বলল: "তুমি কি এই ব্যক্তির সাথে যেতে চাও? " তিনি বললেন, "আমি যাব!" (আদি ২৪:৫৮ পদ)। পরবর্তীতে, ইসহাক যখন ইলিয়াষরের থেকে রিবিকাকে গ্রহণ করলেন এবং "তাকে ভালোবাসলেন"।

"সত্য প্রেম মর্যাদাসম্পন্ন এবং পবিত্র, আর এ থেকে একেবারে আলাদা ভাবে সেই প্রেম চরিত্রকে আলাদা করে, যা আবেগ দ্বারা জেগে উঠে এবং পরীক্ষিত হলে হঠাৎ মারা যায়।" *(Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 176)*

-LeoRanzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 59

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

জীবনের ভবিষ্যৎ সঙ্গী মনোনয়নে পিতামাতার আদেশ বা নির্দেশ প্রয়োজন। মনোনয়ন করার ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের অনেক প্রার্থনার দাবী রাখে যাতে তারা এমন একজনকে বেছে নিতে সক্ষম হয় যিনি প্রভুতে নিবেদিত এবং পরিবারের অংশীদার হয়ে উঠবেন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। আপনার বিবাহের জন্য সঙ্গী মনোনয় করার ক্ষেত্রে সবর্দা পিতামাতার মনোনয়কে অনুসরণ করা কি ঠিক ? যদি তাই হয়, কেন? যদি না হয়, কেন?

২। আপনি কিভাবে জানবেন যে আপনার ভবিষ্যৎ সঙ্গী ঈশ্বরের মনোনীত কি না?

৩। ভবিষ্যৎ সঙ্গী মনোনয়নে বাইবেলীয় নীতিমালাগুলো কি কি?

১০ ইয়োব তার সন্তানদের জন্য হোম করিতেন

"পরে তাহাদের ভোজের দিনপর্যায় গত হইলে ইয়োব তাহাদিগকে আনাইয়া পবিত্র করিতেন, আর প্রত্যুষে উঠিয়া তাহাদের সকলের সংখ্যানুসারে হোম করিতেন; কারণ ইয়োব বলিতেন, কি জানি, আমার পুত্রগণ পাপ করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে জলাঞ্জলি দিয়াছে। ইয়োব সতত এইরূপ করিতেন।"
(যোহন ২:২ পদ)

সন্তানদের সঙ্গে আচরণের দুটি উপায় রয়েছে- উপায়গুলো যা নীতিতে এবং ফলাফলের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভিন্ন। বিশ্বস্ততা এবং প্রেম, জ্ঞান এবং দৃঢ়তার সাথে একত্রিত, ঈশ্বরের বাক্যানুসারে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের জীবনে এবং পরবর্তী জীবনে সুখ বয়ে আনতে পারে। তরুণদের প্রতি দায়িত্বের অবহেলা, অবিবেচকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া, প্রতিরোধ বা সংশোধন করতে ব্যর্থতার ফলে অনেক তরুণ-তরুণী হতাশায় ভোগবে এবং একই সঙ্গে পিতামাতার হতাশা ও যন্ত্রনাদায়ক হবে।

উষ দেশের লোকদের কাছ থেকে সকল পিতামাতার দৃঢ়তা ও ভক্তির শিক্ষা গ্রহন করা প্রয়োজন। ইয়োব তার পরিবারের বাইরে দায়িত্বের প্রতি কখনও অবহেলা করেননি। তিনি দয়ালু, সদয় এবং অন্যদের স্বার্থের প্রতি চিন্তাশীল ছিলেন; আর একই সঙ্গে তিনি নিজের পরিবারের পরিত্রাণের জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করতেন। উৎসবের সময় কি জানি তার পুত্র ও কন্যারা ঈশ্বরকে কোনোভাবে অসন্তুষ্ট করেছে কিনা তা ভেবে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। পরিবারের একজন যাজক হিসেবে তিনি পৃথকভাবে তার সন্তানদের জন্য বলি উৎসর্গ করতেন। তিনি পাপের ক্ষতিকর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো জানতেন এবং তার সন্তানেরা ঐশ্বরিক বিষয়গুলো ভুলে যেতে পারে সে বিষয়েও জানতেন। তাই তিনি তাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করতেন।

তিনি [ঈশ্বর] আমাদের প্রতিটি গৃহ থেকে তরুণদের একত্রিত হওয়া দেখতে চান, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক প্রভাবের কারণে তারা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তাদের জীবনের সর্বোত্তমভাবে সেবা দান করবে। ঈশ্বরীয় শিক্ষায় পরিবারকে নির্দেশনা এবং প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে সর্বদা প্রভুর আরাধনা করে। পিতামাতার ধারাবাহিক উদাহরণ যা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরকে প্রেম ও ভয় করতে শিখাবে, এভাবে তারা [সন্তান] ঈশ্বরকে তাদের একজন শিক্ষক হিসেবে আত্মসমর্পণ করতে শিখবে এবং তাঁকে গ্রহনযোগ্য হিসেবে মানবে ও সেবা দানের একজন অনুগত পুত্র ও কন্যা হিসেবে প্রস্তুত হবে। এভাবে একজন যুবক বা যুবতী পৃথিবীর বুকে ক্ষমতার এবং খ্রীষ্টের অনুগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রস্তুত হবে।

-Ellen G. White, Sons and Daughters of God, p.257

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

পারিবারিক আরাধনা বা উপসানাকে পরিবারে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। পিতা পরিবারের একজন যাজক হিসেবে সন্তানদের আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সন্তানদের ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার এবং প্রলোভনের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াবার ক্ষেত্রে আরাধনা, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নই হল গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। পারিবারিক আরাধনা বা উপাসনাকে প্রাধান্য দেওয়ার উপায়গুলো তালিকাবদ্ধ করুন?

২। কিভাবে আমাদের উপাসনাকে সন্তানদের কাছে আকর্ষণীয় এবং মজার করে তুলতে পারি?

৩। পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিয়ে আপনি কি উপকার বা সুবিধা গ্রহণ করেছেন?

৪। পারিবারিক উপাসনা আমাদের যুবক-যুবতীদের জীবনে কিভাবে স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে?

গৃহে প্রেম

"স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন।" (ইফিষীয় ৫:২৫ পদ)

এমন স্বামীরাও আছেন যাদের বৈবাহিক সম্পর্ক সীমাবদ্ধ যা ইফিষীয় ৫:২২ পদে বর্ণনা করা রয়েছে। "স্ত্রীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভূত হও।" তারা ভুলে যায় যে শাস্ত্রের অধ্যয়নের একটি অধ্যায় থেকে এর প্রসঙ্গ আলাদা করা উচিত নয়। আমরা যখন ২২ পদ থেকে ৩৩ পদের সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি বিবেচনা করি, যেখানে নীতিগুলোর সুস্পষ্ট দৃষ্টিকোণ আছে যা একটি সুখী খ্রীষ্টিয় বিবাহে অবদান রাখে।

যদি স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের ভালোবাসেন, তবে স্বামীদের কাছে স্ত্রীদের আত্মসমর্পণে কোন সমস্যায় হবে না, "যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন।" খ্রীষ্টিয় গৃহে, স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর কর্তৃত্ব বাধ্যতামূলক বা জোড়ালো হওয়া উচিত নয়, বরং খ্রীষ্টের প্রেমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ অর্জন লাভ করা উচিত।

অনেক গৃহে সমস্যা শুধু প্রেমের অভাবে হয় না, কিন্তু প্রেম প্রকাশের, সুন্দর বাচন এবং অঙ্গাভঙ্গিও অভাবে সমস্যা দেখা দেয়। বিবাহের পঞ্চাশ বছর পর স্ত্রীকে হারিয়ে ফেলা এমন একজন স্বামীর দুঃখজনক কাহিনী এ গল্পে চিহ্নিত করা হয়েছে। সমাধিস্থ করার পর পুরোহিত সেই লোকের সাথে গল্প করার জন্য বসলেন।

"যোহন," পুরোহিত বললেন, "মরিয়ম একজন ভালো স্ত্রী ছিলেন, তাই নয় কি?" "হ্যাঁ," যোহন প্রতিউত্তর করলেন। "তুমি তাকে ভালোবাসতে, এটা সত্যি তাই নয় কি, যোহন?" "হ্যাঁ, পুরোহিত। মরিয়ম একজন চমৎকার স্ত্রী ছিলেন। আমি তাকে ভালোবাসতাম। এই কথা আমি প্রায়ই তাকে বলতাম।"

দুর্ভাগ্যবশত, এই গল্পটি অনেক গৃহে কি ঘটনা ঘটে তা দেখায়। আমরা ভুলবশত অনুমান করে ফেলি যে স্ত্রী জানেন আমরা [স্বামী] তাদের কতটুকু ভালোবাসি, কিন্তু তাদের কাছে সে বিষয়ে কোন কথাই প্রকাশ করি না। অনেক পরিবার বা গৃহে একটি স্নেহশীল বাক্য একটি প্রেমের চিহ্ন, যা আমাদের বিভ্রান্তিগুলোকে মুছে ফেলে। প্রকাশের অভাবে প্রেম একটি ভঙ্গুর উদ্ভিদের মত দুর্বল হয়ে উঠে। আজ আপনার স্ত্রীকে আন্তরিক স্নেহ প্রদর্শণ করুন। আগামীকালের জন্য হয়ত দেরী হয়ে যেতে পারে। এই মূল্যবান পরামর্শটি শুনুন: "পরিবারকে বা গৃহকে পবিত্র এবং শুচি স্থান করুন। ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রকাশের মাধ্যমে হৃদয়কে কোমল রাখুন।" *(Ellen G. White, Counsels to Parents, Teachers, and Students, p. 114*

-Siegfried J. Schwantes, Closer to God, p. 124

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

প্রেম হল এমন একটি জিনিস যা স্নেহপূর্ণ অভিব্যক্তি, সদয় বাক্য এবং অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রেম প্রকাশের অভাবে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে এর ফলস্বরূপ "সম্পর্কের উদাসীনতা" দেখা দেয়। আপনার গৃহটি এমন স্থান করুন যেখানে ঈশ্বরের প্রেম প্রকাশ পায়।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। শেষবারের মতো কখন আপনি আপনার সঙ্গী, সন্তান, ভাইবোন এবং অন্যদের কাছে আপনার প্রেম প্রকাশ করেছিলেন?

২। কিভাবে আপনার প্রেমের সম্পর্ক একে অন্যর সঙ্গে বজায় রাখবেন?

১২ সন্তানদের শিক্ষিতকরণ

"তোমার গৃহের অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী ফলবতী দ্রাক্ষালতার ন্যায় হইবে, তোমার মেজের চারিদিকে তোমার সন্তানগণ জলপাই বৃক্ষের চারার ন্যায় হইবে।" (গীতসংহিতা ১২৮:৩ পদ)

স্যামুয়েল টেইলর কোলেরিজ একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন, যিনি একটি ধারনাকে সমর্থন করে বলছিলেন যে শিশুদের ধর্মীয় নির্দেশনা থাকা উচিত না; তাদের [সন্তান] "স্বাভাবিকভাবে" বেড়ে উঠতে দেওয়া উচিত যাতে তারা আরো পরিপক্ক হয়; যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তারা যে কাজটি করছে সেবিষয়ে ভালো ধারণা পায়। এ ধারনাটি প্রশংসনীয় বলে মনে হয়, কিন্তু কিছু জিনিস সম্ভাব্য বলে মনে হতে পারে এবং তথাপি এটি ভুল ধারনা দেয়।

মহিলা যা বলছিলেন তা কোলেরিজ শুনছিলেন কিন্তু অধিক কিছু বলেননি। তারপর তিনি বাগানের চারিদিকে হাঁটার জন্য মহিলাটিকে আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি তাকে [মহিলা] বাগানের এমন একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন যেখানে আগাছাগুলো বৃদ্ধি পায়। কবি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার বাগান দেখে তুমি কি ভাবছ? বাগানটি সুন্দর তাই নয় কি?

"একটি বাগান? এটাকে কি আপনি বাগান বলছেন? প্রতিউত্তরে মহিলা বললেন যে, এটি এমন একটি জায়গা যেখানে আগাছা বৃদ্ধি পায়।

"ভাল, কোলেরিজ ব্যাখ্যা করলেন, "কয়েক মাস পূর্বে আমি এগুলো নিজেদের মত বৃদ্ধি পেতে দিলাম যতদিন পর্যন্ত না এগুলো পরিপক্ক হল।" হঠাৎ মহিলাটি বিষয়টি বুঝতে পারলেন। আমার আত্মীয়স্বজন ছিলেন যারা সন্তান লালন-পালনে এই অবাধনীতি দর্শনকে সমর্থন করতেন। এটা কোনো আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না, যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও কোন ধর্মই গ্রহণ করল না। পিতামাতারা হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন যে কোন এক সময় তারা এই দর্শনকে সমর্থন এবং অনুশীলন করেছিলেন। আজ সন্তানদের ধর্মের প্রতি তামাশা এবং নৈতিক বিবেকের অব্যক্ষয় দেখে তারা [পিতামাতা] দুঃখ প্রকাশ করেন। আর এভাবে তারা সব কর্তৃপক্ষের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

সন্তানদের খ্রীষ্টিয় নীতি শিক্ষা দান এই নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে সন্তানেরা শিক্ষাগুলো সাদরে গ্রহণ করবে। সর্বোপরি, ঈশ্বর মানুষকে মনোনয়ন করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ ভুলভাবে মনোনয়ন করে (দেখুন যিহোশূয় ২৪:১৫ এবং রোমীয় ১৪:১২ পদ)। কিন্তু একটি উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষা নতুন সম্ভাবনার দ্বার বৃদ্ধি করে। গৃহে সন্তানদের খ্রীষ্টিয় শিক্ষা দেওয়া সত্বেও যদি সন্তানেরা ভুল পথ বেছে নেয়, অন্ততপক্ষে পিতামাতা জানবে যে যা উত্তম তাই তারা করবে।

-Donald and Mansell and Vesta West Mansell, Sure as the Dawn, p. 273

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

পিতামাতার অন্যতম বিরাট চ্যালেঞ্জ হল সন্তান লালন-পালনের অভিজ্ঞতা। পরিবারে সন্তানদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করা এবং জীবনের মূল্যবোধ বজায় রাখা অন্যতম একটি কঠিন কাজ। জীবনের শুরুতেই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদান করা উচিত। এ বিষয়ে অবহেলার ফলে সন্তানদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরতে পারে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। কোন মূল্যবোধটি আমরা আমাদের পরিবারে অনুশীলন করতে চাই?

২। কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের মূল্যবোধকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি?

৩। যে পিতামাতার সন্তানেরা বিপথে গেছে তাদের কি আশা থাকতে পারে?

১৩ গৃহে মণ্ডলী

"আর তাঁহাদের গৃহস্থিত মণ্ডলীকেও মঙ্গলবাদ কর। আমার প্রিয় ইপেনিত, যিনি খ্রীষ্টের উদ্দেশে এশিয়া দেশের অগ্রিমাংশ, তাঁহাকে মঙ্গলবাদ কর।" (রোমীয় ১৬:৫ পদ)

একটি প্রাচ্য বা পূর্বদেশীয় দেশে একজন খ্রিষ্টীয়ান ভদ্রমহিলার ঘরে ছুটি কাটানোর জন্য একজন কম বয়সী জাপানি নারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ছুটি শেষ হওয়ার পর ভদ্রমহিলা তার অতিথিকে পশ্চিমা জগতে বসবাস করার অভিজ্ঞতার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। "ও, এটি আমি খুব পছন্দ করি। আপনার ঘর খুব সুন্দর! তিনি তার চোখের দূরদৃষ্টি থেকে বললেন যে, "আপনার ঘরে এমন কিছু আছে যা আপনার ঘরকে অসাধারণ করে তুলেছে এবং আমি তা খুব মিস করব।" আমি আপনার মণ্ডলীতে গিয়েছিলাম এবং আপনাকে ঈশ্বরের উপাসনা করতে দেখেছি, কিন্তু আমি আপনার গৃহে আপনার ঈশ্বরের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। আমাদের দেশে সবার ঘরেই আমাদের দেবতাদের জন্য আলাদা স্থান থাকে। আপনি কি আপনার গৃহে ঈশ্বরের উপাসনা করেন?

বর্তমানে অনেক খ্রিষ্টীয়ানদের গৃহই অত্যন্ত জাগতিক এবং ঈশ্বরবিহীন। মানুষ বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। অনেক গৃহে আরাধনার অভ্যাসকে অনেকভাবে ব্যাহত করা হচ্ছে। তারা টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনগুলো আনন্দের সাথে উপভোগ করছে। আজ ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপন করার পাশাপাশি বিনোদন প্রতিযোগীতামূলক হয়ে উঠেছে। "আমি আপনার গৃহে ঈশ্বরের উপস্থিতি মিস করেছি।" জাপানি নারীর এ কথাগুলো প্রকাশ করেছিল যে, তিনি সেই খ্রিষ্টীয়ান গৃহে ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভর করেননি।

একজন পিতামাতা হিসেবে আমাদের কর্তব্য এবং সুযোগ হলো সন্তানদের যীশুর জীবনযাপনের শিক্ষা প্রদান করা। একই সঙ্গে "খুব সাবধানতার, বিজ্ঞতার ও মৃদুতার সঙ্গে সন্তানদের খ্রীষ্টের পথে পরিচালিত করা। আমরা যীশুর সেবার জন্য সন্তানদের ব্যবহার করব কারন আমরা ঈশ্বরের পবিত্র নিয়মের অধীনে। তাদেরকে এই ধরনের প্রভাবে বেষ্টিত রাখা, সেবা কাজের জন্য পরিচালিত করা এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়াই আমাদের কর্তব্য।

পৌল তীমথিয়ের মধ্যে একজন উত্তম সহকর্মী খুঁজে পেয়েছিলেন, যিনি এমন পরিবার থেকে এসেছিলেন যেখানে ঈশ্বর মর্যাদাপ্রাপ্ত হতেন এবং তিনি লিখেছিলেন: "তোমার অন্তরস্থ অকল্পিত বিশ্বাসের কথা স্মরণ করিতেছে, যাহা অগ্রে তোমার মাতামহী লোয়ীর ও তোমার মাতা উনীকীর অন্তরে বাস করিত, এবং আমার নিশ্চয় বোধ হয়, তোমার অন্তরেও বাস করিতেছে (২ তীমথিয় ১:৫ পদ)।

এমনও পরিবার আছে যেখান থেকে অপরাধী, দোষী এবং নিরর্থক লোক প্রস্তুতকৃত হয়। এমনও কিছু সংখক লোক আছে যারা সমাজের মূল্যবান নারী ও পুরুষের রচনা করেন। যারা তীমথিয়ের মতো বিশ্বাসের বীর হন। পিতা এবং মাতা সন্তানদের চরিত্র বৃদ্ধি গঠনে ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হন। ঈশ্বর কি আপনার গৃহে আছেন?

-Enoch de Oliveira, BomDiaSenhor, p. 171

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

প্রকৃতপক্ষে, একটি খ্রিষ্টীয়ান গৃহ এমন একটি স্থান হওয়া উচিত যেখানে পরিবারের সদস্যরা স্বর্গদূত এবং ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে। যেখানে খ্রীষ্টিয় সংগীত গাওয়া যায়, সদয় বাক্য ব্যবহার করা যায়, সদয় কাজ দেখানো যায়, এবং সৃষ্টিকর্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রদর্শিত হয়।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। আমরা কোন উপায়ে দেখাতে পারি যে আমাদের গৃহ এমন একটি স্থান যেখানে যীশু বসবাস করতে চান?

২। কিভাবে আমরা আমাদের বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে পারি?

৩। আপনার জীবনের কোন দিকটি আপনি যীশুর সঙ্গে আপনার সম্পর্কে বৃদ্ধি পেতে চান?

১৪ কেন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়?

"অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক।" (মার্ক ১০:৯ পদ)

আমরা যখন আমাদের পরিচিত কেউ তার সঙ্গীকে ছেড়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা শুনতে পাই তখন তার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করি। আর তখন সেই দম্পতির বিবাহের দিন এবং প্রতিজ্ঞাগুলোর কথা আমাদের মনে পড়ে। মনে পড়ে যায় ফুলের সেই তোড়াগুলো, বিবাহের দিন সম্মুখে হেঁটে যাওয়া, বিবাহের পার্টি এবং নববধূর প্রবেশ। এটি একটি আনন্দমুখর মুহূর্ত। দম্পতিরা যখন বিবাহ প্রাঙ্গনে উপস্থিত হন তখন পুরোহিত তাদের উপদেশ দেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরোহিতের উপদেশের সঙ্গে আরও কিছু যোগ দিয়ে তাদের উপদেশ দেই-যাদের আমাদের বিবাহের বয়স ১৫, ২০, ৪০ বছর হয়েছে। আর ভবিষ্যতে তাদের যে অজানা অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে সেবিষয়ে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি।

আমাদের গৃহগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিছিন্ন হয়ে যায় তবে একই সঙ্গে নয়। পরিবারে প্রায়ই অসন্তুষ্টি, ভুল বোঝাবুঝি এবং ছোট খাটো সমস্যা দেখা দেয়। তারপর হঠাৎ একজন বলে বসে যে তারা একে অন্যকে আর সহ্য করতে পারছে না। তখন তারা একে অন্যর প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। কি এক দুঃখজনক ঘটনা! বিবাহ বিচ্ছেদের এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যখন একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, বিবাহ আমাদের স্বাস্থ্যের মত: আপনি তখনই মিস করবেন, যখন তা হারাবেন। আমরা অনেক লোককে বলতে শুনেছি: "আমার বিবাহ সফল নয়।" এটি বিবাহ ব্যর্থ এমন নয়, বরং বিবাহের পর স্বামী এবং স্ত্রীর ব্যর্থতা।

সারা বিশ্বে বিবাহ বিচ্ছেদ একটি বাস্তবতা। আর এর পরিসংখ্যান বেড়েই চলছে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের ফল সন্তানদের ভোগ করতে হচ্ছে। সত্যিকার অর্থে সন্তানেরাই এর স্বীকার হচ্ছে। আমার স্ত্রী লুসিয়া, যিনি dyslexia-ভোগী শিক্ষার্থীদের একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক। তিনি তার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করার মাধ্যমে খুব কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের বিষয়টি দেখেছেন। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার মান তেমন ভাল হয় না; এসব শিক্ষার্থীরা পড়াশুনায়ও আগ্রহী নয় এবং তারা স্কুলের কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করতে চায় না। তারা রাগান্বিত, মন খারাপ এবং ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কেনেথ জনসন একবার বলেছিলেন: "কল্পনা করুন যে প্রতি বছরে ৩০০,০০০ লক্ষ শিশু একটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সেসব শিশু যারা বিবাহ বিচ্ছেদ, মানসিকভাবে অক্ষম এবং মনোকষ্টের ফলে এ ধরনের সমস্যায় ভোক্তভোগী। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রভাবের তুলনায় শারীরিক অক্ষমতার সম্ভাবনা খুবই কম।"

বিবাহ বিচ্ছেদেকারী পিতামাতার সন্তানদের কথা বলতে গিয়ে লস্ এঞ্জেলেস টাইমসের একটি অনুচ্ছেদে বিবৃতি ছিল, "প্রেমে পড়া, প্রেমে জড়ানো এবং বিয়ে করা সবই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। তথাপি বেশিরভাগ তরুণ-তরুণীরা কারও সঙ্গে পপকর্ণ কার্টের জন্য সঙ্গী নির্বাচন করার চেয়েও কম গুরুত্বের সাথে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করে। যৌন আবেগ সব প্রাণীর রয়েছে যা প্রেম ও মমতায় জায়গা করে নেয়।"

কেউ কেউ পরিবারের চারটি বিধ্বংসী খুঁটির কথা উল্লেখ করেছেন: সময়ের খুঁটি, যখন কোন দম্পতি পারিবারিক উপসনায় সময় দেন না। টাকার খুঁটি বা গোঁজ, যখন সত্যিকারের কোন একজন খ্রিস্টীয়ান বিশ্বস্ত ধনাধক্ষ্যতার সহিত জীবনযাপন করে না। পরিবারের বাইরে সামাজিক জীবনযাত্রার খুঁটি, যখন উভয় সঙ্গী বাইরের বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আরো বেশি সময় যাপন করে এবং অন্যদের সামনে তাদের সঙ্গীর সমালোচনা করে। আর শেষের খুঁটি বা বেড়া হলো পারিবারিক সম্পর্ক, যখন উভয়েই একে অপরের প্রতি স্বল্প মনোযোগ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রেম গড়ে তুলতে অবহেলা করেন, তখন ভালোবাসার সুন্দর রোপনটি রক্ষায় ব্যর্থ হন, আর এটির উচিত গৃহের মধ্যে বসবাসকারীদের সহিত খ্রীষ্টের সুবাস এবং আনন্দ প্রকাশ করা।

"তিনি অনুগ্রহের জন্য করুণা করেন। যেখানে যোগানের কোন ব্যর্থতা থাকে না" (সর্বযুগের বাসনা, পৃ: ১৪৮)।

-LeoRanzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 178

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

বিবাহকে গুরুত্বের সহিত নেওয়া উচিত। এটি ঈশ্বরের আশীর্বাদ দত্ত একজন নারী এবং পুরুষের মধ্যকার একটি চমৎকার সম্পর্ক। ঈশ্বরের আনন্দের সুগন্ধি প্রকাশের এবং বিবাহিত সম্পর্কের বৃদ্ধি লাভের জন্য বিবাহকে একটি সুন্দর ফুলের ন্যায় পরিচর্যা করা আবশ্যক।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। কিভাবে আমরা আমাদের বিবাহকে সারা জীবনের জন্য স্থায়ী করতে পারি?

২। আমরা আমাদের সন্তানদের আবেগিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক এবং মানসিক ভাবে পরিপক্করূপে বৃদ্ধি লাভে কি ধরনের সাহায্য করতে পারি?

৩। কেন আমাদের পরিবারের সঙ্গে অধিক সময় যাপন করা প্রয়োজন?

পারিবারিক উপাসনা অবহেলা না করা

"সেই জীবন্ত ঈশ্বরেরই উপরে প্রত্যাশা রাখ, যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন।" (১ তীমথিয় ৬:১৭ পদ)

আমাদের অধিক সুখী এবং ব্যবহারযোগ্য হতে হবে, যদি আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক জীবনযাপনকে খ্রীষ্ট ধর্মের নীতিমালার সহিত পরিচালনা করি, এবং খ্রীষ্টের নম্রতা এবং সরলতা তুলে ধরতে চাই... আসুন আমাদের অতিথিদের এটি প্রদর্শণ করি যে আমরা আমাদের চারপাশের সকলকে আমাদের প্রফুল্লতা, সহানুভূতি এবং ভালোবাসা দ্বারা আনন্দে রাখি।

আমরা আমাদের অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ দিতে গিয়ে এটি লক্ষ্য রাখবো যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করা উচিত নয়। কোন ক্রমেই প্রার্থনার সময়টা অবহেলা করা উচিত নয়। সন্ধ্যার শুরুতে, আপনি নিরিবিলি এবং বোধশক্তি দিয়ে আপনার বিনতি উপস্থাপন করতে পারেন এবং মন খুলে আনন্দের সহিত ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারেন। যারা খ্রিস্টীয়ানদের দেখতে আসেন তারা যেন জানতে পারেন প্রার্থনার সময়টি কতটা পবিত্র, মূল্যবান এবং দিনের মধ্যে সবথেকে আনন্দের মূহুর্ত। এ ধরনের আদর্শ অন্যদের উপর প্রভাব ফেলবেই।

আর উপাসনার এই সময়টিতে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের প্রত্যেকের মানসিকতার পরিশোধন এবং উত্তোলনে এটি প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে আমাদের সঠিক চিন্তাধারা এবং নতুন ও উত্তম বাসনাগুলোকে উদ্বেগহীণ হৃদয়ে জাগ্রত করে। প্রার্থনার সময়গুলো আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শান্তি ও বিশ্রাম দান করে এবং খ্রীষ্টিয় পরিবারে শান্তি ও বিশ্রাম প্রদান করে। প্রতিটি কাজেই একজন খ্রিস্টীয়ানের উচিত তার প্রভুকে তুলে ধরার সুযোগ অন্বেষণ করা যেন সে তার কাজের দ্বারা আকর্ষিত হন। ...

দশ ভাগের নয় ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের ভুলের কারণে সমস্যা এবং জটিলতা তাদের বিপথে নিয়ে যায়। তাই তাদের জটিলতাগুলোকে নিয়ে পর্যালোচনা করা উচিত। তাছাড়া প্রত্যেক খ্রিস্টীয়ানদের উচিত তাদের ভাবনার ভার এবং বিরক্তকর জিনিসগুলো ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করা। কারণ আমাদের করুণাময় পরিত্রাতার কাছে কোন কিছুই ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নয় যা তিনি বহন করতে পারেন না। আসুন, আমাদের হৃদয় এবং পরিবারকে গঠন করি; সন্তানদের ঈশ্বরের প্রতি ভয়শীল হতে শিক্ষা দান করি, কারণ সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ; এবং আমাদের আনন্দচিত্ত ও সুশৃঙ্খল জীবন দ্বারা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম প্রকাশ করি। "যিনি ধনবানের ন্যায় সকলই আমাদের ভোগার্থে যোগাইয়া দেন"(১ তীমথীয় ৬:১৭ পদ)। আর সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে আমাদের মন, চিন্তাধারাকে প্রভুর জন্য প্রস্তুত রাখি যিনি আমাদের অপরাধের জন্য কষ্ট সহ্য করলেন এবং আমাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দিলেন।

যীশুর প্রতি ভালবাসা গোপন করা যায় না, কিন্তু এটি আমাদের প্রকাশ এবং অনুভূত করতে হবে। এটি একটি বিস্ময়কর শক্তি বহন করে। এটি ভীরুকে সাহস, অলসকে পরিশ্রমী এবং জ্ঞানহীনকে জ্ঞান দান করে। এটি তোতলামি জিহ্বাকে বাকপটু, এবং সুপ্ত প্রতিভাকে সক্রিয় ও প্রাণহীনকে প্রাণ শক্তি দান করে। এটি হতাশাকে আশাবাদী এবং বিষন্ন মনকে আনন্দ

দান করে। খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম আমাদের তাঁর নিমিত্তে দায়িত্বগ্রহন, যত্নবান এবং তাঁর শক্তিতে দায়িত্বসমূহ বহন করতে পরিচালিত করবে।

-Ellen G. White, Our Father Cares, p. 297

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

আমাদের সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের একটি মাধ্যম হল পারিবারিক উপাসনা। বাইবেল পাঠের মাধ্যমে আমরা তাঁর ইচ্ছা বুঝতে পারি। যখন আমরা পারিবারিক উপাসনাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পৃক্ততা হারিয়ে ফেলি।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। কেন একটি পরিবারে পারিবারিক উপাসনা বা আরাধনা গুরুত্বপূর্ণ?

২। কিভাবে পারিবারিক উপাসনা আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে?

৩। পারিবারিক উপাসনাকে সহজ, আকর্ষণীয় এবং অর্থপূর্ণ করার জন্য আমরা আরও কি করতে পারি?

১৬ প্রেম অপকার গণনা করে না

"প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর,
ঈর্ষা করে না।"
(১ করিন্থীয় ১৩:৪ পদ)

আজ আমরা ঈর্ষা সম্পর্কে কথা বলব। ঈর্ষা কী? এটি একটি যন্ত্রনাদায়ক অনুভূতি যা অনুভবকারীদের হৃদয়কে আঘাত করে, এবং তাদের আবেগকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যায়। সাধারণভাবে, ঈর্ষা এমন যা মানুষের বাসনা বা অনুভূতি দ্বারা প্রকাশ পায় যখন সে মনে করে যে তারা তাকে ভালোবাসে। এটি ব্যক্তির মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। যদিও, প্রথম দেখায় মনে হতে পারে এটি সুন্দর এবং আবেগপ্রবণ, কিন্তু এটি একটি অসুস্থ্য মানসিক চিন্তাভাবনা। এটি অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক যা সত্য প্রেম এবং শান্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাধাগ্রস্থ করে।

সি ডিয়েন একবার বলেছিলেন, "ঈর্ষা হলো একরকম পোকা যা প্রেমকে ঘৃণা করে; কখনও কখনও এটি বিনাশ করে, কিন্তু সবর্দাই মানুষকে আঘাত দেয়।" এটি একটি চমৎকার সংজ্ঞা। ঈর্ষা ঘৃণার মাধ্যমে পরিবারে অঙ্কুরিত হয়। ঈর্ষা এবং ঘৃণার মাঝে অদৃশ্য পৃথক দূরত্ব রয়েছে। সাধারণভাবে, যারা ঈর্ষাকে তাদের জীবনে প্রাধান্য দেন, তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আর তারা সহজেই চরম পর্যায়ে চলে যায়। যখন তারা বুঝতে পারে যে তারা কি করেছে, ততক্ষণে তাদের ভুল সংশোধন করতে খুব দেরী হয়ে যেতে পারে।

প্রেরিত পৌল যথাযথ শব্দের মাধ্যমে লিখেছেন যে প্রকৃত প্রেম "আত্মাশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না" (১ করিন্থীয় ১৩:৫ পদ)।

ঈর্ষার তীক্ষ্ণ থাবায় পরিবেষ্টিত ব্যক্তির ভালোবাসা প্রকাশে এবং প্রকৃত ভালোবাসা প্রকাশের মধ্যে বিশাল ব্যবধান বিদ্যমান। ঈর্ষা স্বার্থপর এবং মালিকানাসূচক। প্রকৃত প্রেম স্বার্থহীন। সুতরাং ঈর্ষা শুধু তার নিজের স্বার্থ খোঁজে। যে ব্যক্তি সত্যিকারে প্রেম করে সে কখনও নিজের স্বার্থ চেষ্টা করে না, বরং অন্যর কথা ভাবে এবং তাদের ভালোবাসার মানুষের জন্য বিশেষ আগ্রহে কোন কিছু করে। সত্যিকারের প্রেম কখনও উত্তেজিত হয় না এবং অপকার গণনা করে না।

আমরা হৃদয়ে ঈর্ষাভাবকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার মাধ্যমে অনেক মন্দতাকে এড়াতে পারি। এমনকি ঈর্ষার ছোট কণাগুলোও আগুনের মত বৃহৎ আকার ধারণ করতে পারে। দুঃখিত হওয়ার পূর্বে নিরাপদে থাকা ভালো। আর আমাদের অনেক ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে যাতে আমরা সত্যিকারের ভালোবাসা বা প্রেম মুকুটের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করতে পারি।

-Daily Meditations, p. 23

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

ঈর্ষা আমাদের ধ্বংসের পথে পরিচালিত করতে পারে। স্বর্গে যা ঘটেছিল তার দিকে যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি, আমরা দেখতে পাব যে শয়তানকে পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত করার একমাত্র কারণ হল ঈর্ষা। অবশেষে এর ফলে মানবজাতির ধ্বংস হল। যদি আমরা ঈর্ষাকে আমাদের গৃহে প্রবেশ করার সুযোগ দেয়, তবে এটি আমাদের পারিবারিক সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিবে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। ঈর্ষার মন্দ প্রভাবের দিকগুলো তালিকাবদ্ধ করুন?

২। আমি ঈর্ষা বন্ধ করার জন্য কি করব?

৩। কিভাবে আমরা একে অন্যের প্রতি প্রেম এবং দয়াশীলতা দেখাতে পারি?

১৭ পারিবারিক একতা

"যোষেফ ইস্রায়েলের বৃদ্ধাবস্থার সন্তান, এই জন্য ইস্রায়েল সকল পুত্র অপেক্ষা তাহাকে অধিক ভালবাসিতেন, এবং তাহাকে একখানি চোগা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।" (আদিপুস্তক ৩৭:৩ পদ)

অনেক পরিবারে যেরূপ সমস্যা থাকে তদ্রূপ যাকোবের পরিবারেও সমস্যা ছিল। যোষেফ খুব আদরের ছিলেন। একদিন তার বাবা তাকে চোগা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। তা দেখে ভাইয়েরা তার প্রতি কিছু সময়ের জন্য ঈর্ষান্বিত হয়েছিল।

তারা যখন মাঠে তার পিতার মেষপালগুলোকে চরাচ্ছিল তখন তারা তার পিতার যে পক্ষপাতিত্ব তা কিভাবে শেষ করা যায় তার পরিকল্পনা করছিল। যখন যোষেফ তার পিতার আদেশে তার ভাইদের জন্য খাবার নিয়ে গেল তখন তারা সেই পরিকল্পনাকে কাজে লাগাল। যদিও বা সব ভাইয়েরা একমত ছিল না, তথাপি তারা ভাই যোষেফকে মিশর দেশে ১৭ বছর বয়সে বিক্রি করে দিল।

পিতামাতার পক্ষে সব সন্তানকে একই দৃষ্টিতে দেখা সহজ নয়। প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়েদের নিজস্ব আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তারা বয়সে, পছন্দে, স্বাস্থ্যে এবং আচরণে একে অপরের থেকে ভিন্ন। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের জন্য ভিন্নভাবে পছন্দ বাছাই করতে পরিচালিত করতে পারে। আমরা যেভাবে একজন সন্তানের সঙে আচরণ করি, ঠিক একই আচরণ হয়ত অন্য আরেক সন্তানের পছন্দ নাও হতে পারে।

এ সময়ে প্রত্যেক পিতামাতার উচিত তাদের পর্যাপ্ত বোধশক্তি ব্যবহার করা। সন্তানদের এবং পিতামাতাদের মধ্যকার সম্পর্ক বোঝার জন্য ঐশ্বরিক নির্দেশনা এবং একে অপরের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনার চেয়ে উত্তম কিছুই হতে পারে না। সতর্কতার সহিত কথোপকথন একজন সন্তানকে বুঝতে সাহায্য করবে যে তার ছোট ভাই বা বোন যে অসুস্থ্য, তার প্রতি আরও নম্র ও স্নেহ প্রদর্শণ ও যত্নের প্রয়োজন রয়েছে। এমনকি পিতামাতাদেরও একজন সন্তানকে বেশি স্নেহ দেখানো এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ এটি সন্তানদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বর আঘাত আনতে পারে, যখন তারা জীবনের কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন একজন সন্তান অসহায় এবং নির্ভরশীল হয়েও পরতে পারে। একই সঙ্গে তাদের মধ্যে ঈর্ষান্বিততা ক্রমাগত বেড়ে চলতে পারে এবং একে অন্যের ও সবার বিরুদ্ধে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

যখন পিতামাতা তাদের সন্তানদের সমানভাবে ভালবাসা দেখায় তখন তারা পরিবারে শান্তি ও সমন্বয়ের সুন্দর পরিবেশকে উৎসাহিত করতে পারে। তারপর পরিবার এমন একটি পরিবেশে রুপান্তরিত হয় যেখানে ঈশ্বরের দূতেরা উপস্থিত হতে পেরে আনন্দিত হয়।

-Daily Meditations, p. 126

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

প্রত্যেক ছেলে এবং মেয়ের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদিও সহজ নয়, তথাপি পিতামাতার উচিত তাদের সন্তানদের শান্তি ও একতার পরিবেশ বজায় রাখতে সমভাবে আচরণ করা।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। একজন পুত্র/ কন্যা হিসেবে কোন জিনিসটি তোমাকে ঈর্ষান্বিত করে অথবা পরিবার পরিত্যাগের চিন্তা আসে?

২। কিভাবে পিতামাতারা বাড়িতে বা গৃহে পক্ষপাতিত্বতা এড়াতে পারেন?

৩। কিভাবে পিতামাতা এবং সন্তানেরা গৃহে ঐক্যতা বৃদ্ধি করতে পারে?

১৮ পারিবারিক মতবিনিময়

"মুখের কুটিলতা আপনা হইতে অন্তর কর, ওষ্ঠাধরের বক্রতা আপনা হইতে দূর কর।"
(হিতোপদেশ ৪:২৪ পদ)

কয়েক বছর আগে, আমি ব্রাজিলের পোর্টো ভেলহো পত্রিকায় একটি বিষয়বস্তুতে পড়েছিলাম, যেটি কিলিও বোকেনারের "বৈবাহিক সুখ" নামে পরিচিত। তিনি লন্ডনে বৈবাহিক চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের জন্য একটি সম্মেলনে কাজের উল্লেখ করেছেন যেটি ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হাওয়ার্ড মার্কম্যান দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি বলেন যে, দম্পতির বিবেচনা অনুসারে, বিবাহ কতটা সফল হবে তা সংজ্ঞায়িত করে।" অর্থ্যাৎ "স্বামী ও স্ত্রী তাদের বিবেচনায় যে কৌশলগুলো ব্যবহার করে তা বিচ্ছেদের সম্ভাবনা সম্পর্কে ভাল ধারনা প্রকাশ করে।

এটা কতটা চমৎকার যে প্রফেসর মার্কম্যান প্রায়ই এক হাজার দম্পতিদের মধ্যে বির্তক নিয়ে পর্যালোচনা করেন। তারপর তিনি শেষে এই কথা বলেন যে, সবচেয়ে বিপন্ন দম্পতি তারাই যারা বির্তক থেকে পালিয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে বৃহৎ আকারের বিবাদে পরিণত করে। আমরা জানি এটি সচরাচর ঘটে। এমনও দম্পতি আছে যারা তাদের মধ্যে বাথরুমে সাবানগুলো এবং টুথপেস্ট গুলো কোথায় রাখবে তা নিয়েও দ্বিমত প্রকাশ করেন। তারা ক্ষুদ্রতম পার্থক্যগুলোকে তাদের জীবনে বৃহৎ আকারে ধারণ করেন। অবশেষে, তাদের সম্পর্কের অবসান এবং বিচ্ছেদ ঘটে। এমনকি কখনও কখনও আরও মারাত্মক ভুলে রূপ নেয়। প্রফেসর মার্কম্যান কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করেন যা খুবই গুরুতর এবং গভীর প্রতিফলনযোগ্য। তিনি বলেন, "সম্পর্কে সদয় আচরণের মাধ্যমে অন্যের প্রতি পাঁচটি, দশটি বা বিশটি অপরাধ থাকলেও তা মোচন করে।"

যদি কোন দম্পতি আলাদা হবার চিন্তা পোষণ করে, তাহলে তাদের বোঝা উচিত তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবার সিদ্ধান্তে তাদের সন্তানেরা এবং পিতামাতারা কতটা আঘাত প্রাপ্ত হবে এবং কতটা সাহায্যহীনতা ও পরামর্শহীনতায় ভোগবে। তাদের বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত কতটা প্রভাবিত করবে সে বিষয়ে তাদের চিন্তা করা উচিত।

একজন বিজ্ঞ এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে আমাদের ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে তর্ক করা উচিত নয় বরং একে অন্যর কথা শুনা উচিত। আপনার সহধর্মীকে বোঝার চেষ্টা করুন। মতামতের কোন মিল না হলেও, আপনার পরিবারে আনন্দ ও শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করুন। আপনার অবস্থানকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করুন। সহনশীল হতে শিখুন। একমত হয়ে মত প্রকাশের চেষ্টা করুন।

আমাদের পরিবারে যাদের অন্তর ঈশ্বরের ভালবাসায় অনুপ্রাণিত তাদের ক্ষেত্রে প্রেমের বাক্য এবং প্রেমের ইতিবাচক প্রভাবের কোন বিকল্প নেই।

-Daily Meditations, p. 152

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

বাড়িতে বা গৃহে ইতিবাচক এবং অবিরত যোগাযোগের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যরা শান্তিতে ও একতায় একসঙ্গে বসবাস করতে পারে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। যখন পিতামাতা এবং সন্তান একে অন্যের সঙ্গে তর্ক করে তখন আপনি কেমন বোধ করেন?

২। যখন আপনাকে পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয় তখন আপনি পরিবারে কাছে কোন উত্তম বাক্যটি অভিহিত করবেন?

৩। কেন নিয়মিত পারিবারিক কথোপকথন বা মতবিনিময় গুরুত্বপূর্ণ?

"পরে লোকেরা কতকগুলি শিশুকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; তাহাতে শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই।" (মার্ক ১০:১৩, ১৪ পদ)

১৯ হারানো সন্তান বা হারানো পিতামাতা

একটি বৃহৎ সুপারমার্কেটের মধ্যে একটি পিএ সিস্টেমে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল: "আমাদের কাছে একজন ছোট ছেলে আছে যে তার বাবাকে হারিয়ে ফেলেছে এবং তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।" আর একটি গল্প আছে যে গল্পে এক দম্পতি সকালে লক্ষ্য করল যে তাদের ছোট ছেলেটি বাসায় নেই। তারা তাদের ছেলেকে খোঁজার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। তারা তাদের প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং পুলিশদের খবর দিল যাতে তারা তাদের ছেলেকে খোঁজার জন্য সাহায্য করেন।

প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে খোঁজা হল। মাঠে ঘাটে সব জায়গায় খোঁজা হল। তারা সেই ছেলের একটিও খেলনা খুঁজে পেল না। সেই বিশেষ সকালে পরিবারটি গৃহ ছেড়ে চলে যায় এবং একটি সভায় যোগদান করে, কেউ কেউ এই সভায় সেই ছেলেকে খোঁজার জন্য পরামর্শ দেয়। যেই কথা সেই কাজ, হঠাৎ তারা দেখতে পেল তাদের ছেলেটি একটি খেলনা নিয়ে বসে খেলছে। তারা তাকে দেখতে পেয়ে জড়িয়ে ধরল। মা তার চোখের জল মুছে বললেন, আমার সোনা ছেলে, তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে কিন্তু তোমাকে পাওয়া গেল।"

ছোট্ট ছেলেটি তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, মা আমি হারিয়ে যায়নি। আমি মণ্ডলীতে ছিলাম।" এই দুই গল্পে বাবামায়ের হারিয়ে যাওয়া সন্তানদের বিষয়ে উল্লেখ্য করা হয়েছে। যীশুতে প্রত্যেক সন্তান নির্দোষ এবং পবিত্র। অনেক সময় বাবা-মা এবং প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা সন্তানদের অনেকভাবে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিসাধনে এবং যীশুকে অনুসরণে বাধাগ্রস্থ করে।

সম্ভবত শিষ্যরা যখন শিশুদের আসতে বাধা দিচ্ছিলেন তখন যীশু তাদের প্রতি অসুখী হয়েছিলেন: "আর যখন যীশু এসব দেখলেন তিনি শিষ্যদের প্রতি অসন্তুষ্টও হয়েছিলেন। তিনি তাদের বলেন, "শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না, কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে এই মত লোকদেরই" (মার্ক ১০:১৩,১৪ পদ) । আসুন আমরা এই সতর্কতার বিষয় গুরুত্বের সাথে চিন্তা করি।

-Daily Meditations, p. 165

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

ঈশ্বর সন্তানদের উচ্চ মর্যাদার স্থানে রেখেছেন। এ কারণে এবং তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসার ফলে আমরা চাই না যে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হোক। তাদের নেতিবাচক পছন্দগুলোর ক্ষতিকারক ফলাফল থেকে তাদের রক্ষার জন্য, স্নেহময় বাবা-মা সন্তানদের শাসন করবেন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। আপনি কি কখনও হারিয়ে গিয়েছিলেন? তখন আপনার অনুভূতিটা কেমন ছিল?

২। এত ছোট বয়সেও কেন আমাদের সন্তানদের শাসন করা প্রয়োজন?

৩। কি কি উপায়ে বাবা-মায়েরা সন্তানদের যীশুকে অনুসরণের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ব্যাহত করেন?

২০ আপনার গৃহে তারা কি দেখতে পান?

"তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা আপনার বাটীতে কি কি দেখিয়াছে? হিষ্কিয় কহিলেন, আমার বাটীতে যাহা যাহা আছে, সকলই দেখিয়াছে; তাহাদিগকে না দেখাইয়াছি, আমার ধনাগার সমূহের মধ্যে এমন কোন দ্রব্য নাই।" (যিশাইয় ৩৯:৪ পদ)

হিষ্কিয় রাজা সাংঘাতিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন, কিন্তু সদাপ্রভু তার প্রার্থনা শুনলেন এবং তাকে আরোগ্য দান করলেন। যখন যিশাইয় ভাববাদী রাজাকে বলেছিলেন তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হবেন, তখন তিনি তাকে [হিষ্কিয়] একটি চিহ্নও দিলেন। তিনি বললেন সোপানে ছায়া সূর্যের সাথে ধাপগুলো যত ধাপ নেমে গেছে, সদাপ্রভু তাহার দশ ধাপ পেছনে ফিরিয়ে দিবেন। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা সুদূর মেসোপটেমিয়ায় পালন করা হয়। মরোদন-বলদন হিষ্কিয়ের কাছে উপহার পাঠিয়েছিলেন, কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, হিষ্কিয় অসুস্থ হয়েছিলেন এবং আরোগ্য লাভ করেছিলেন। আমরা জানি মরোদন-বলদনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি হিষ্কিয়কে অশূরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একজন বন্ধু হিসেবে চেয়েছিলেন। অতিথিদের যাত্রার সম্মানার্থে হিষ্কিয় তাদের সমস্ত ধন এবং অস্ত্রসম্ভার দেখাতে দ্বিধাবোধ করেননি। বংশাবলিতে বলা আছে: " ঈশ্বর তাঁহার পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে, তাঁহার মনে কি আছে, সেই সকল জানিবার নিমিত্তে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন" (২ বংশাবলি ৩২:৩১ পদ)। এ সময়ে ভাববাদী রাজার কাছে আসলেন এবং বললেন যা মূলবচনে বলা হয়েছে: তারা আপনার বাটীতে কি দেখিয়াছিল?

একই প্রশ্ন স্বর্গদূত আমাদের করছেন যে আমরা আমাদের নিজেদের গৃহে কি দেখছি। আমাদের গৃহ বা পরিবারে যা দেখা যায় তা তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়: প্রথমত, অনেক গৃহে লোকেরা তাদের সহায় সম্পত্তি দেখে। তারা আসবাপত্র, সুন্দর পর্দা এবং মনোরম সিলভারের জিনিসপত্র দেখে। অনেক গৃহ জাদুঘরের মতো দেখায়। দ্বিতীয়ত, এমন কিছু গৃহ আছে যে গৃহের লোকজনদের প্রতি লক্ষ্য করা হয়। সেই গৃহের লোকেরা কতটা ভদ্র বা নম্র, কতটা প্রতিভাবান এবং স্ত্রী কতটা গর্বিত। একই সঙ্গে ছেলেমেয়েরা কতটা স্বেচ্ছাচারী তা অনেকে লক্ষ্য করেন। আর অবশেষে, এমনও গৃহ আছে যেখানে পরিদর্শকরা গৃহের আসবাপত্র বা লোকদের দেখে অভিভূত হন না বরং তারা গৃহের পরিবেশ দেখে অভিভূত হয়। হয়তো এ গৃহটি শান্তি এবং ভক্তিতে পূর্ণ। এসব গৃহ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে উৎসাহিত করে। তারা [পরিদর্শক] গৃহে স্বর্গদূতের উপস্থিতি অনুভব করে।

কোন এক পর্বে গ্রীকরা আরাধনা করতে জেরুজালেম এসেছিলেন; তারা যীশুর এক শিষ্যর কাছে এসে বিনয় সহিত বললেন: "মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখিতে ইচ্ছা করি" (যোহন ১২:২১ পদ)। এমনও হতে পারে আমাদের গৃহে আগুন্তুক ব্যক্তিরা "যীশুকে দেখতে চান", আমরা কি তাদের নিরুৎসাহিত করব? হিষ্কিয় রাজা ঈশ্বরের যে মহান আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন তা সাক্ষ্য দেওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমরা কি একই ভুল করব? আসুন আমরা নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, "তারা আমাদের গৃহে কি দেখেছে।"

-Siegfried J. Schwantes, Closer to God, p. 118

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

একটি পরিবারের উচিত অন্যদের কাছে ঈশ্বরের ধার্মিকতার জীবন্ত সাক্ষ্য হওয়া। পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে একটি স্পন্দনশীল, উঠতি সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর মত একটি চরিত্র প্রতিফলিত করতে পারে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। আপনি কি নিজেকে খ্রীষ্টের একজন রাজদূত হিসেবে বিবেচনা করেন? কেন?

২। আপনার গৃহে আপনি অন্যদের কি দেখাতে চান?

৩। কিভাবে আপনি আপনার গৃহকে বিশ্বের আলো হিসেবে গড়ে তুলতে চান?

২১ সন্তানদের জন্য সময়

"পিতারা, তোমরা আপন আপন সন্তানদিগকে ক্রুদ্ধ করিও না, পাছে তাহাদের মনোভঙ্গ হয়।" (কলসীয় ৩:২১ পদ)

আমি বিশ্বাস করি, বেঁচে থাকা সন্তানদের অনাথ হওয়ার চেয়ে সন্তানদের বিরক্তিকর কিছু নেই। হ্যাঁ, এই মন্তব্যটির মাধ্যমে অবাক হবেন না! এ গল্পটি শুনুন: অফিসের সারাদিন ব্যস্ততার পর এক বাবা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি বসার রুমে খুব আরামের সাথে একটি সংবাদপত্র পড়ছিলেন। সেই মুহূর্তে তার সন্তান ঘরে প্রবেশ করল। সন্তানটি তার বাবার কাঁধ স্পর্শ করে বলল: "বাবা, বাবা!" তার বাবা, যিনি সংবাদপত্র থেকে চোখ না তুলেই বললেন, "তুমি কি চাও? কত টাকা চাও? ছেলেটি প্রতিউত্তরে বলল: "বাবা, আমি টাকা চাই না; আমি তোমাকে চাই!"

একই রকম গল্প হয়ত অনেক কটা সহভাগ করা যেতে পারে, কিন্তু সব গল্পেই একটি মিল খুঁজে পাবেন। এমনও অগণিত পরিবার বা গৃহ রয়েছে যেখানে বাবা-মা উভয়েই অর্থের জন্য বা পেশাগত কাজে এমন ব্যস্ত থাকেন যে সন্তানদের জন্য সময় দিতে পারেন না। অনেক বাবা-মা বিশ্বাস করেন যে অর্থনৈতিক সাফল্য তাদের সব কিছুর সমাধান করতে পারে। "বাবা, আমি টাকা চাই না; আমি তোমাকে চাই!"

ঠিক একইভাবে অনেক সন্তানের অসহায় আর্তনাদ হয়ত শুনবেন। আমাদের বুঝতে হবে যে একজন বাবা-মা হিসেবে সন্তানদেরকে কিছু দেওয়ার চেয়ে তাদের সঙ্গে সময় যাপন করার চেয়ে উত্তম কিছুই হতে পারে না। এ কান্নার উত্তর স্বরূপ আমাদের সন্তানদের রক্ষা ও অধিক প্রাধান্য দেওয়ার জন্য মনোযোগের সহিত পরিকল্পনা এবং ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

আমি পরিকল্পনা বলছি এই কারণ যাতে পিতামাতা তাদের সন্তানদের সময় দেবার জন্য আগে থেকে সময় নির্ধারণ করে রাখে। এই কাজটি প্রতিশ্রুতি হিসেবে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণভাবে নিতে হবে। এটা কেবল কতটা সময় যাপন করলেন তা নয়। বরং আপনি আপনার সন্তানদের দক্ষতার সাথে কতটা সময় যাপন করলেন তাই লক্ষনীয়।

এটি সন্তানদের অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য দৃঢ়তা পোষণ করে। আর মনে রাখবেন, সন্তানদের সময়, প্রেম এবং মমতা দেবার জন্য এখনও দেরী হয়ে যায় নি। কারণ সঠিক সময়ে তারা আমাদের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করবে। তারা এক সময় স্বীকার করবে যে, আমরা তাদের এমন কিছু দিয়েছি যা অর্থ দ্বারা পাওয়া অসম্ভব-তা হল ভালোবাসা।

-Daily Meditations, p. 346

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

সন্তানদের কাছে ভালোবাসার হল একটি চার অক্ষরবিশিষ্ট বানান T-I-M-E. পিতামাতার উচিত প্রতিদিন তাদের সন্তানদের সঙ্গে পরিমানগতভাবে এবং গুনগতভাবে পর্যাপ্ত সময় যাপন করা। এটি তাদের শীর্ষ অগ্রাধিকারের মধ্যে একটি হওয়া উচিত।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। একজন পিতা বা মাতা কর্মজীবি হিসেবে কিভাবে সন্তানদের জন্য অর্থপূর্ণ সময় যাপনের বাজেট করবেন?

২। পিতামাতা, আপনারা কিভাবে সন্তানদের সঙ্গে সময় যাপন করবেন এবং সন্তানেরা, তোমরা কিভাবে পিতামাতার সঙ্গে সময় যাপন করবে তা তালিকাবদ্ধ কর।

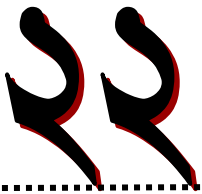

প্রেমের একটি গান

"বহু জল প্রেম নির্বাপিত করিতে পারে না,
স্রোতস্বতীগণ তাহা ডুবাইয়া দিতে পারে না;
কেহ যদি প্রেমের জন্য গৃহের সর্বস্ব দেয়,
লোকে তাহাকে যার-পর-নাই তুচ্ছ করে।"
(পরমগীত ৮:৭ পদ)

যখন আমি এটি লিখি তখন আমার এবং ভেস্তার বিয়ের বয়স ৪০ বছর হয়েছিল। আমাদের ইউনিয়ন যার-পর-নাই সুখী এবং আর্শীবাদিত ছিল। এটি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, যা হয়েছিল সব প্রভুর মাধ্যমে হয়েছিল, আমাদের মাধ্যমে হয়নি।

আমাদের স্বর্গীয় পিতার পর আমার পার্থিব পিতা আমার সুখের জন্য প্রশংসার দাবিদার। তিনি সুখী পরিবাারে জন্মগ্রহণের সুযোগ পাননি। তিনি যখন শিশু মাত্র তখন তার পিতামাতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু একদিন পিতা তার হৃদয়কে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্নভাবে সঁপে দেন। তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করার সিদ্ধান্ত নেন। যাতে ঈশ্বর তার পিতাকে মায়ের কাছে নিয়ে যায়। তিনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। যাতে তাকেও তার পিতার কাছে পরিচালনা করে। তারপর বছরের পর বছর আমি তাদের মধ্যে কোন বির্তক দেখিনি। যখন আমি বড় হলাম তখন আমি আমার পিতাকে বললাম, তুমি কি মায়ের সাথে কখনও তর্ক করেছিলে?" তার উত্তর আমাকে অবাক করে দিয়েছিল।

"হ্যাঁ, আমাদের মাঝে তর্ক ছিল। কিন্তু আমরা কখনই তোমাদের সামনে তর্ক করিনি। সেখানে এমন বড় কোন সমস্যা ছিল না যা আমরা নম্রভাবে ক্রুশের সম্মুখে নতজানু হয়ে সেই সমস্যার সমাধান করতে পারি নি।"

আমরা যখন গৃহ বা পরিবারে বেড়ে উঠছিলাম, তখন আমার পিতামাতা খোলাখুলিভাবে একে অপরের সঙ্গে ভালোবাস প্রকাশ করতেন। এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও, যখন আমরা তাদের বাড়িতে নিয়ে আসতাম, তখন তাদের মাঝে প্রেম অটুট ছিল। এমনকি নাতি নাতনীরাও সেই ভালোসার সাক্ষী। ভেস্তা এবং আমি তাদের প্রেমের এই উদাহরণটি অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি। পরিশেষে বলি, আমাদের জীবন অনিশ্চিত। যদি কখনও আমাদের জীবনে এমন ঘটনা ঘটে বসে তথাপি আমরা আমাদের শেষ স্মৃতি দিয়ে অন্যকে খুশি হতে দেখতে চাই।

আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারন এই পাপময় পৃথিবী যেকোনো সময় পরিবর্তিত হতে পারে। যদি আমাদের জীবনে তাই হয়, আমরা "মাংসে প্রত্যয় করি না" (ফিলিপীয় ৩:৩ পদ)। আমরা এটি জানি যে: "যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে; যদি সদাপ্রভু নগর রক্ষা না করেন, রক্ষক বৃথাই জাগরণ করে" (গীতসংহিতা ১২৭:১ পদ)। আমরা আরও জানি যে, যখন আমরা আমাদের জীবন সবর্দা ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করব, তখনই আমরা কেবল নিরাপদে থাকতে পারব এবং কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতে পারব। এই সিদ্ধান্তটি আপনার এবং আমার সকলের হউক।

-Donald Mansell and Vesta West Mansell, Sure as the Dawn, p. 21

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

ডোনাল্ড এবং ভেস্তার বিবাহের সাফল্যের কারণ ঈশ্বরকে তারা জীবনে এবং সম্পর্কে প্রথমে রেখেছিলেন। দ্বিতীয়ত, ডোনাল্ডের পিতামাতা তাদের কাছে এবং তাদের সন্তান ও নাতী-নাতনির কাছে উদাহরণস্বরূপ ছিলেনযা তাদের রেখে যাওয়া সেরা উত্তরাধিকার।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। কেন বিবাহ জীবনে সাফল্যতা লাভের জন্য খ্রীষ্টের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ?

২। বিবাহের সম্পর্ককে উন্নতি সাধন এবং বজায় রাখার উপায়গুলো তালিকাবদ্ধ করুন।

৩। কিভাবে আপনি বৈবাহিক দ্বন্দকে শান্তির সঙ্গে সমাধান করেন?

২৩ গৃহ-একটি প্রেমের স্থান

"এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম করিলেন; রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল।"
(আদিপুস্তক ২৯:২০ পদ)

আপনি কি কখনও লক্ষ্য করেছেন যখন দুই বা তিনটি বিমান বিধ্বস্ত হয়, বা কোন কিছু হিংস্ররূপ ধারণ করে তখন প্রেসের জন্য আরও নিরাপত্তার অনুরোধগুলো কতটা তরঙ্গিত হয়? একই সঙ্গে রাজনীতিবিদ উদ্দীপ্ত হন এবং সরকার নিরাপত্তার নিয়মগুলোকে উন্নত করার চেষ্টা করেন। যখন আপনি এই পৃথিবীর ভঙ্গ গৃহ, অসুখী শিশুদের জীবন, এবং অপ্রত্যাশিত দুঃখে আঘাত প্রাপ্ত হৃদয়গুলোকে দেখেন, তখন আপনি কি মনে করেন না যে, আমাদের পরিবার এবং মণ্ডলীতে অধিক নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে?

একজন লোক একবার তার সন্তানদের জন্য তিনি যা করতে পারেন সেবিষয়ে আলোচনার জন্য এক পরামর্শ দাতার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষার বিষয়ে পরামর্শ গ্রহনের আশা করেছিলেন - সে কোন স্কুলে তার সন্তানকে পড়াতে পারে, কোন সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাকে রাখতে পারে। যাইহোক, পরামর্শদাতার প্রতিক্রিয়া সেই ব্যক্তিকে অবাক করে। তিনি বলেন, "একজন পিতা সন্তানদের জন্য সবচেয়ে যে উত্তম জিনিসটি করতে পারেন তা হল তাদের মাকে ভালবাসতে পারেন। যে সন্তান গৃহে বা পরিবারে পিতামাতার প্রকৃত প্রেম দেখতে পায় সে সন্তান প্রকৃতপক্ষে আশীর্বাদের সন্তান, যা একজন পিতার অনেক অংকের অর্থের চেকের চেয়েও অধিক মূল্যবান।

এমন একটি পথ যা একজন পুরোহিত অথবা বিচারকের সম্মুখে একটি সুখী বিবাহকে ডির্ভোস পর্যন্ত নিয়ে যায় তা একজন মানুষের দুঃখজনক পথ অতিক্রম করতে পারার মধ্যে অন্যতম।

"পারিবারিক বন্ধন পৃথিবীর যে কোন কিছুর মধ্যে সবথেকে কাছের, নমনীয় এবং পবিত্র। এটি মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ সরূপ নকশাকৃত হয়েছিল। আর এটি একটি আশীর্বাদ যেখানে বিবাহের চুক্তি বুদ্ধিদীপ্তের সহিত, ঈশ্বর ভয়শীলতা এবং তার দায়িত্ব পালনের জন্য যথাযথ বিবেচনার সঙ্গে প্রবেশ করে (ঈলেন জি. হোয়াইট, দি মিনিষ্ট্র অব হিলিং, পৃ: ৩৫৬,৩৫৭)।

আসুন, আমরা আমাদের পরিবারকে একটি প্রেমের এবং শান্তির স্থান করে গড়ে তুলি। আসুন, অন্যদের থেকে ভালোবাসা আশা করার পরিবর্তে নিজেরাই ভালোবাসা সহভাগ করি। তবেই আমরা অনুভব করতে পারব যে একটি আনন্দে পরিপূর্ণ স্থানে থাকা কতটা উত্তম।

-Daily Meditations, p. 346

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক একটি গৃহ যা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। যখন বিবাহের প্রতিজ্ঞানামা ভঙ্গ হয় তখন সন্তানদের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। পিতামাতা যখন আলাদা হন তখন সন্তানেরা কেন অসুখী এবং দুঃখিত হয়?

২। কিভাবে একজন স্বামী, একজন স্ত্রী এবং তাদের সন্তানেরা তাদের গৃহে পারিবারিক প্রেম এবং শান্তি বজায়ে অবদান রাখতে পারে?

২৪ ঈশ্বরের গৃহ

"আমি ঊর্ধ্বলোকে ও পবিত্র স্থানে বাস করি, চূর্ণ ও নম্রাত্মা মনুষ্যের সঙ্গেও বাস করি, যেন নম্রদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করি।" (যিশাইয় ৫৭:১৫ পদ)

১৭৯১ সালে জন হাওয়ার্ড প্যান নামে একজন ছেলে নিউ ইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহন করেন। তিনি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, ইংল্যান্ড তথা ফ্রান্সেও একজন বিখ্যাত অভিনেতা হয়ে উঠেন। তিনি ১৮৪২ সাল থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত এবং পুনরায় ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত উত্তর আমেরিকার তানশিনিয়ায় রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন। সেখানে সেবা প্রদান করার সময় তিনি মৃত্যবরণ করেন এবং তাকে সেখানেই সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু ত্রিশ বছর পরে, ১৮৮২ সালে তার মৃত দেহ আমেরিকায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং দেশের রাজধানীর ডুম্বার্টন ওক্স কবরস্থানে বিখ্যাত লোকদের মধ্যে তাকে কবর দেওয়া হয়।

তার সমাধির দিনে, ওয়াশিংটন ডিসি, কংগ্রেস ও সুপ্রিম কোর্ট এই অনুষ্ঠানের সম্মানার্থে তাদের কাজে বিরতি দিয়েছিল। এমনকি রাষ্ট্রপতি, সহ-সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরাও তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি যে মহান সম্মাননা পেয়েছিলেন তার কারণ আপনি কি কল্পনা করতে পারেন? তিনি বিখ্যাত ছিলেন এটিই তার কারণ? ওহ না! তিনি একজন সম্মানিত রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেজন্য? ওহ না! আপনি এটি কল্পনা করতে পারবেন না। তিনি যে সম্মাননা পেয়েছিলেন তার কারণ হল, তিনি "হোম, সুইট্ হোম" এই সুন্দর গানের লেখক ছিলেন, যে গানটি হাজার হাজার লোক তার সমাধির সময় গেয়েছিলেন।

গানের কয়েকটি কলি এখানে উল্লেখ করা হল: "যদিও বা আমরা বিলাসিতার এবং প্রাসাদের মাঝে বেড়াই, তখাপি আমাদের বাড়ির সঙ্গে কোনও স্থানের তুলনা হয় না, তা সেটা যতই সাদাসিদে হোক না কেন। স্বর্গীয় এক আকষর্ণে আমরা সেখানে আশীর্বাদযুক্ত হই, যা সারা বিশ্ব অণ্বেষনেও মিলবে না।"

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষাতেই গৃহ নামক শব্দটি রয়েছে, কিন্তু শুধুমাত্র খ্রিস্টীয়ান জাতির ভাষায় "বাটী" নামক শব্দ রয়েছে। বাটীই হল গৃহ যেখানে লোকেরা ঈশ্বর এবং একে অপরকে ভালবাসে। শলোমনের হৃদয়ে "সদাপ্রভুর নামে একটি গৃহ নির্মাণ" করার বাসনা ছিল। নিঃসন্দেহে, ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতিতে সেই গৃহকে আর্শীবাদ করার জন্য খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু যিশাইয় ভাববাদী আমাদের বলেছেন যে, ঈশ্বর অনুতাপী এবং ভগ্ন অন্তঃকরণেও বসবাস করেন। কি চমৎকার একটি চিন্তাধারা! আমরা আমাদের হৃদয়কে একটি সুন্দর গৃহ বানাতে পারি যেখানে ঈশ্বর বসবাস করে মুগ্ধ হন। আপনার হৃদয় কি অনুতপ্ত? আপনি কি আপনার ভুল এবং পাপ স্বীকার করতে প্রস্তুত? আপনি কি নম্র? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি ঈশ্বরের আনন্দের কারণ জানতে পারবেন।

-Eric B. Hare, Make God First, p. 182

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

শলোমনের হৃদয়ে "সদাপ্রভুর নামে একটি গৃহ নির্মাণ" করার বাসনা ছিল। যা ঈশ্বর তাঁর উপস্থিতিতে সেই গৃহকে আশীর্বাদ করার জন্য খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু যিশাইয় ভাববাদী আমাদের বলেছেন যে, ঈশ্বর একজন নম্র ব্যক্তির হৃদয়েও বসবাস করবেন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। যিশাইয় ভাববাদীর মতে, ঈশ্বর কোন ধরনের গৃহে উপস্থিত হয়ে আনন্দিত হন?

২। কিভাবে আমরা আমাদের হৃদয়কে "একটি উত্তম গৃহ স্বরূপ তৈরি করতে পারি যেখানে ঈশ্বর সানন্দ্যে বসবাস করবেন?

২৫ একটি খ্রীস্টিয়ান গৃহের প্রভাব

"যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে।"
(যোহন ৮:১২ পদ)

আমাদের সময়, আমাদের বল এবং আমাদের শক্তিসমূহ ঈশ্বরের; আর যদি আমরা এগুলো তাঁর সেবার জন্য পবিত্র করি, তাহলে আমাদের দীপ্তি উজ্জ্বল হবে। এটি প্রথম এবং জোরালোভাবে সকলকে প্রভাবিত করবে যারা আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এটি পরিবারের বাইরেও এমনকি বিশ্বে প্রসারিত হবে। এটির মাধ্যমে অনেকেই তাদের জীবনের স্বাদ পাবে কিন্তু এমন কিছু লোক আছে যারা এই দীপ্তি বা আলোকে দেখা এবং এই আলোতে হাঁটাতে অস্বীকার করবে। সেই সব লোকদের উদ্দেশ্যে আমাদের পরিত্রাতা এ কথা বলেন: "আর সেই বিচার এই যে, জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং মনুষ্যেরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার অধিক ভালবাসিল, কেননা তাহাদের কর্ম সকল মন্দ ছিল" (যোহন ৩:১৯ পদ)। তাদের কার্যক্রম ভয়াবহ অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তাদের এই কার্যক্রম আমাদের দীপ্তির ক্ষেত্রে অজুহাত হতে পারে না। ধরুন, কিছু জাহাজ সর্তক সংকেতের আলো অবেহলা করার ফলে পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভেঙ্গে টুকরো হয়ে গেছে, আর বাতিঘর যিনি দেখাশোনা করেন তিনি যদি লাইট রেখে দিয়ে বলেন যে আমি আর এই বাতি ঘরের দেখাশোনা করতে পারব না, তখন ফলাফল কি হবে? কিন্তু তিনি তা করেন না। সেই আলো অন্ধকারে দূরে তার রশ্মি ছড়িয়ে প্রত্যেক নাবিকরা, যারা বিপদজনক পাথরের পথ পেরিয়ে গন্তব্যে আসেন, তাদের সুবিধার্তে তিনি সারারাত সেই আলো জ্বালিয়ে রাখেন। যেখানে কিছু জাহাজ আলো অভাবে বিধ্বস্ত হয়, তখন তা সারা বিশ্বের কাছে টেলিগ্রাফ করা হয় যে এক রাতে, এমন একটি স্থানে বা বিন্দুতে একটি জাহাজ পাথরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে টুকরো হয়ে গেছে। কারণ সেখানখার টাওয়ারে কোন আলো ছিল না।

কিন্তু যদি কোন জাহাজ আলোর সর্তক সংকেতের দিকে অমনোযোগী হওয়ার ফলে বিধ্বস্ত হয়, তবে সেই বাতিঘরের রক্ষক সম্পূর্ণ নির্দোষ; কারণ তাদেরকে সর্তক সংকেত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করে নি।

যদি গৃহের ভিতরের আলো না থাকে তবে কি ঘটবে? তাহলে সেই গৃহের প্রত্যেকে অন্ধকারে থাকবে; আর তার ফলাফল হবে ধ্বংসাত্মক ঠিক যেমনিভাবে বাতিঘরের টাওয়ারে আলো না থাকায় যা ঘটেছিল। আপনি আপনার বর্তমান জীবনের প্রতি যত্নবান কি না, অথবা ভবিষ্যতের অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কি না তা আত্মারা এবং আপনার সহখ্রিস্টীয়ানরা দেখছেন। তারা আপনার জীবনের প্রভাব এবং আপনি পরিবারে সত্যিকারের মিশনারী কিনা এবং আপনি আপনার সন্তানদেরকে স্বর্গের পথে পরিচালিত করছেন কি না তা লক্ষ্য করছেন।

খ্রিস্টীয়ানদের প্রথম দায়িত্ব হল তাদের পরিবার বা গৃহ। পিতামাতা এবং আপনাদের প্রত্যেকেরই পরিবারের প্রতি বড় দায়িত্ব রয়েছে। মনে করুন, আপনিই আপনার সন্তানদের জীবন এবং মৃত্যুর পথ প্রস্তুত করছেন; আপনিই তাদেরকে এই পৃথিবীতে বসবাস, জীবনের আত্মতৃপ্তির, অমরত্বের জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, যার মাধ্যমে তারা ঈশ্বররের চিরকাল প্রশংসা করতে পারে। আর এর ফলে কি হবে? ঈশ্বর আপনাকে যতজন সন্তান দিয়েছেন তাদের

প্রত্যেককে যেন স্বর্গীয় ছাঁচে আকৃতি দেওয়া হয় তা আপনার জীবনের দায়িত্বভার হওয়া উচিত।*(Signs fo the Times, Nov.14, 1886).*

-Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 167

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

একটি খ্রীস্টিয়ান গৃহের প্রভাব একটি আলোর মত যা আলোকিত করে। এই আলো পরিবারকে প্রভাবিত করে এবং গৃহের বাইরের অন্যদের জীবনকেও প্রভাবিত করে। আমরা জানি না যে এই প্রভাব কতদূর পর্যন্ত অনুভূত হবে, কিন্তু যদি এটি কেবল অন্য একজন ব্যক্তিকেও প্রভাবিত করে তবেও ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। খ্রীষ্টিয়ান গৃহ নির্মাণের জন্য পিতামাতার কি করা প্রয়োজন?

২। কিভাবে যীশুকে আমাদের গৃহে মধ্যমণি হিসেবে রাখতে পারি?

৩। পরিবারের সদস্য সদস্যরা তাদের চারিপাশে থাকা লোকদের মাঝে একটি আলো হিসেবে জ্বলবে তার উপায়গুলো তালিকাবদ্ধ কর।

২৬ পরিবারের জন্য বাইবেলই ঈশ্বরের স্বর

"দেখ, সন্তানেরা সদাপ্রভুদত্ত অধিকার, গর্ভের ফল তাঁহার দত্ত পুরস্কার।"
(গীতসংহিতা ১২৭:৩ পদ)

পিতামাতাদের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন; প্রচারকদের সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে; তাদের পরিবারে ঈশ্বরের প্রয়োজন রয়েছে। যদি তারা তাদের পরিবারে ভিন্নতা দেখতে পায় তবে তাদের উচিত ঈশ্বরের বাক্যকে পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করা। তাদের সন্তানদের অবশ্যই শিক্ষা দান করতে হবে যে এটি ঈশ্বরের বাক্য তাই এটির প্রতি বাধ্য থাকা উচিত। ঈশ্বরকে সন্তোষ্ট রেখে সন্তানেরা কিভাবে জীবনযাপন করবে তা পিতামাতা তাদের সন্তানদের খুব ধৈর্য্যপূর্বক, সদয় এবং শান্তভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এসব পরিবারের সন্তানেরা অবিশ্বাসের তর্কমূলক কথাবার্তার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা বাইবেলকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহন করবে, এবং এই ভিত্তি এতই জোড়ালো হবে যে কোনো ধরনের সন্দেহপ্রবণতার আসন্ন জোয়ারের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস যেন দূরে সরে না যায়।

অনেক পরিবার প্রার্থনাকে অবহেলা করে থাকেন। সেই পরিবারের পিতামাতা ভাবে যে, সকাল এবং সন্ধ্যায় উপাসনা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় তাদের নেই। তারা তাঁর অসীম করুণা, পবিত্র সূর্যালোক এবং বৃষ্টির ধারা যা গাছপালাগুলোকে ফলবন্ত করে এবং পবিত্র দূত যে আমাদের তত্ত্বাবধান করছেন সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কয়েক মূহূর্ত সময় ব্যয় করতে পারেন না। তাদের কাছে ঐশ্বরিক সাহায্য, পরিচালনা এবং যীশুর উপস্থিতি যাঞা করার কোনো সময় নেই। ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় চিন্তাভাবনা ছাড়াই তারা তাদের কাজে বেরিয়ে যান। ঈশ্বরের পুত্র যিনি তাদের মুক্তির জন্য জীবন দিয়েছেন তাঁকে মূল্য দেবার পরিবর্তে তারা তাদের মূল্যবান আত্মাকে হতাশায় হারিয়ে যেতে দেন।

পূর্ব পিতৃপুরুষদের মত, যারা ঈশ্বরকে ভালবাসতেন তার নিদর্শনসরূপ তারা তাদের তাম্বুতে যে কোন জায়গায় সদাপ্রভুর জন্য বেদী স্থাপন করতেন। যদি কখনও এমন এক সময় থাকে যখন প্রত্যেকটি পরিবারের গৃহই প্রার্থনাময় গৃহ হবে, তবে এখনই সেই সঠিক সময়। প্রত্যেক পিতামাতার উচিত তাদের এবং তাদের সন্তানদের হৃদয়গুলোকে নম্রতার সাথে যীশুর কাছে তুলে ধরা। পরিবারে পিতা একজন পুরোহিতের মত, তাই তার উচিত তার সন্তানদের সকাল এবং সন্ধ্যায় প্রার্থনা এবং প্রশংসার জন্য একত্রিত করা। এসব পরিবারেই যীশু বসবাস করতে ভালবাসেন।

প্রত্যেক খ্রিস্টীয়ানদের গৃহ একটি পবিত্র আলোর ন্যায় উজ্জ্বল হওয়া উচিত। তাদের ভালোবাসা ও প্রেম কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত। কারণ প্রেম উদারমনা, নম্র এবং নিঃস্বার্থ যা পরিবারের সামাজিক বন্ধনে প্রকাশ পায়। এই নীতিগুলো সেই পরিবারে লালিত পালিত হয় যেই পরিবারে ঈশ্বরকে আরাধনা করা হয় এবং তাঁর সত্যিকারের প্রেমের রাজত্ব করা হয়। এইসব পরিবার সকাল ও সন্ধ্যায় মধুর ধূপের মত প্রার্থনার বিনতি তুলে ধরে, যার মাধ্যমে

ঈশ্বরের দয়া ও আশীর্বাদ সকালের শিশিরের মতো নেমে আসে। *-Patriarchs and Prophets, pp.143, 144.*

যেটি পরিবারে সুন্দর চরিত্রটি গঠন করবে এবং স্বর্গীয় প্রাসাদকে সুন্দর করে তুলবে।- *Child Guidance, p. 481*

-Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 182

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

পিতামাতার উচিত পরিবারে তাঁর বাক্য বয়ে আনা এবং এই বাক্যেকে পরিবারের দিক নির্দেশণা স্বরূপ ব্যবহার করা। বাইবেল ঈশ্বরের নির্দেশে লিখিত বাক্যে তাই এই বাক্যের প্রতি আমাদের সন্মান এবং আনুগত্য থাকা উচিত। প্রতিটি গৃহ পরিবারের একটি বেদী বা বিশেষ স্থান হওয়া উচিত- যেখানে পরিবারের সকলে অথবা নিজেরাই আরাধনা বা উপাসনার একটি সময় যাপন করতে পারে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। "প্রতিটি গৃহ প্রার্থনার একটি গৃহ হওয়া উচিত" এটি বলতে কি বোঝায়?

২। "প্রার্থনার গৃহ" তৈরীতে পরিবারের সকলে কি করতে পারে তা বর্ণনা করুন।

৩। বাইবেল যে "ঈশ্বরের বাক্য" এই চেতনা সন্তানদের দেওয়ার জন্য পিতামাতা কি ধরনের সাহায্য সহযোগীতা করতে পারেন?

২৭ স্বর্গের পরাক্রমশালী একজনকে আকঁড়ে ধরা

"আর আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রসন্নবাব আমাদের উপরে বর্তুক; আর তুমি আমাদের পক্ষে আমাদের হস্তের কর্ম স্থায়ী কর, আমাদের হস্তের কর্ম তুমি স্থায়ী কর।" (গীতসংহিতা ৯০:১৭ পদ)

আপনার সন্তানদের মানসিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ, প্রেম চর্চা এবং খ্রীষ্টের মতো আত্মা গঠন করতে শিক্ষাদান করুন। সুতরাং তাদের সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে তারা ঈশ্বরের সেবাকে ভালবাসে এবং অন্যান্য বিনোদনে যোগ দেওয়া অপেক্ষা বরং উপসানায় যোগ দেওয়ার মাধ্যমে অধিক আনন্দ লাভ করে। ধর্ম যে একটি জীবন্ত নীতি তা শেখান। আমার ধারনা ছিল যে, ধর্ম কেবল একটি অনুভূতি এবং আমার জীবন নিরর্থক। কিন্তু আমার পরম সুখ এবং আমার আত্মার মধ্যে কখনও এমন অনুভূতি আসেনি। যাই হোক না কেন, আমার অনুভূতি এমন হতে পারে যে, আমি দিনের শুরুতে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ঈশ্বরকে ডাকার মাধ্যমে শক্তির উৎস থেকে শক্তি লাভ করবো।

[মায়েরা] তোমাদের সন্তানদের মনকে সুন্দর করে তুলতে এবং চরিত্রে প্রেমশীলতা বজায় রাখতে তোমাদের কি সময় দেওয়া হয়নি? পরাক্রমশালীকে ধারণ এবং তাঁর রাজ্যের জন্য শক্তি এবং প্রজ্ঞা যাঞা করতে সন্তানদের কি সময় দেওয়া উচিত নয়? যাতে তারা তাদের জীবন রক্ষা করতে পারে এবং যিহোবা সিংহাসনের জন্য ধৈর্য্যপূর্বক অপেক্ষা করতে পারে? হয়ত মা তার কাজে রাতের পর রাত সজাগ থাকেন যখন তার সন্তান প্রার্থনা এবং শুভ রাত্রির চুম্বন ছাড়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। তিনি "এতই ব্যস্ত" যে নিজের পরিপূর্ণ ভালোবাসা দ্বারা তাদের কোমল হৃদয়কে আঁকড়ে ধরেন না।

কেউ কেউ হয়ত বিস্মিত হবেন যে, কেন আমরা পারিবারিক ধর্ম এবং সন্তানদের সম্পর্কে এত কথা বলি। কারণ অনেক পরিবারের দায়িত্ব অবহেলার ফলে ভয়ানক পরিস্থিতি বয়ে আসে। ঈশ্বরের একজন দাস এবং পিতামাতা হিসেবে সন্তানদের প্রতি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই বিনয়ীহীন, তত্ত্বাবধানহীন, ধর্মবিহীন, অকৃতজ্ঞতায় এবং অপবিত্রভাবে বেড়ে উঠে। যদি এই সন্তানদের যথাযথ প্রশিক্ষিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, এবং তাদেরকে যদি ঈশ্বরের কাছে বা যীশুর কাছে আনা যায় তাহলে স্বর্গীয় দূত আপনার গৃহে বা পরিবারে থাকবেন। যদি আপনি সত্যিকারের মিশনারী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি সন্তানকে আপনার পাঁশে দাড়াতে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

প্রভুর কাজ ও সেবায় একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে একটি পরিবারে সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের একটি পরিবার প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের পক্ষে বাস্তবতার একটি শক্তিশালী বক্তৃতা দান করে। তখন অন্য পরিবার দেখতে পায় যে পরিবারে এমন কাজের প্রভাব রয়েছে যা সন্তানদের প্রভাবিত করে এবং অব্রাহামের ঈশ্বর তাদের সঙ্গে আছেন। আর এমন শক্তিশালী প্রভাব সন্তানদের আছে যা বাইরের অন্যদের অনুভূত করবে এবং অন্যদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টিয়ানদের গৃহে সঠিক ধর্মীয় আদর্শ থাকলে তাদের পক্ষে ভাল প্রভাব ফেলবে। যার ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে "বিশ্বের আলো" সরূপ জ্বলবে। *-Signs of the Times, Jan. 14, 1886.*

-Ellen G. White, Reflecting Christ, p. 169

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

পরিবারে প্রভুর কাজ এবং সেবা প্রদান একত্রিকরণ খ্রীষ্টিয়ানের পক্ষে একটি শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করে। অন্যেরা পরিবারে ঈশ্বরের প্রভাব এবং এটি কিভাবে সন্তানদের প্রভাবিত করছে তা দেখতে পায়। প্রভাবের শক্তি এতই বৃহৎ হয় যে এটি পরিবারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। সবর্দা "জীবনের উৎস"-এর সঙ্গে জড়িত হওয়ায় কি কি সুবিধা পেয়ে থাকি?

২। কেন গৃহে সন্তানদের ধর্মচারণ করা গুরুত্বপূর্ণ?

৩। কিভাবে পরিবারের সদস্যরা পৃথিবীর একটি জ্যোতি হতে পারে?

২৮ একটি যুক্তি যা অবিশ্বাসীরা অস্বীকার করতে পারে না

"যাবৎ তোমাদের কাছে জ্যোতি আছে, সেই জ্যোতিতে বিশ্বাস কর, যেন তোমরা জ্যোতির সন্তান হইতে পার।" (যোহন ১২:৩৬ পদ)

একটি সুবিন্যাস্ত খ্রীষ্টিয় পরিবার হল এমন একটি বির্তক যা নাস্তিক ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না। তিনি দোষের কোনো জায়গা খুঁজে পান না। এসব পরিবারের সন্তানেরা অবিশ্বাসের তর্কমূলক কথাবার্তার জন্য প্রস্তুত থাকে। তারা বাইবেলকে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবে, এবং এই ভিত্তি এতই জোড়ালো হবে যে কোন ধরনের সন্দেহপ্রবণতার আসন্ন জোয়ারের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস যেন দূরে সরে না যায়।

যীশু বলেছেন, "তোমরা জগতের দীপ্তি"(মথি ৫:১৪ পদ)। তিনি ব্যবহারের জন্য আমাদের তালন্ত দিয়েছেন। এইসব তালন্তের উপহার দিয়ে আমরা কি করছি? আমরা কি এই দীপ্তি বা আলোকে তাঁর গৌরবের জন্য এবং অন্যের উপকারের জন্য ব্যবহার করছি? নাকি আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করছি? অনেকেই স্বার্থপরতার সহিত ব্যবহার করছে। তারা উপলব্ধি করতে পারে না যে, আমরা সকলেই বিচারের অধীন বা দায়বদ্ধ, এবং শীঘ্রই আমাদের ঈশ্বর প্রদত্ত ভালো কাজ করার সুযোগগুলোর হিসাব দিতে হবে। কিন্তু সেই মহান দিনে তারা তাদের দক্ষতা, তাদের শিক্ষা, তাদের কৌশল, তাদের পরিশ্রম এবং তাদের প্রবল উদ্দীপনাসমূহ ব্যবহার না করার জন্য কি অযুহাত দিবেন?

যদি আমাদের আলোকে প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় রাখতে চাই তাহলে আমাদের ঐশ্বরিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। যে সাহায্যটি যীশু তার মৃত্যুর মাধ্যেমে দান করছেন। তিনি এই আমন্ত্রণের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন: "সে বরং আমার পরাক্রমের শরণ লউক, আমার সহিত মিলন করুক, আমার সহিত মিলনই করুক (যিশাইয় ২৭:৫ পদ)।" তাঁর অসীম শক্তিকে ধারণ করতে হবে, তাহলে আপনি আপনার হৃদয়ে তাঁকে খুঁজে পাবেন এবং একই সঙ্গে স্বর্গরাজ্য খুঁজে পাবেন। "কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও যদি তেমনি জ্যোতিতে চলি" (১ যোহন ১:৭ পদ), তাহলে আমরা স্বর্গদূতের সহভাগিতা লাভ করব। "যিহোশূয়কে" এ কথা বলা হয়েছিল, "বাহিনীগণের সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি যদি আমার পথে চল, ও আমার রক্ষণীয়-দ্রব্য রক্ষা কর, তবে..... আমি তোমাকে ইহাদের মধ্যে গমনাগমন করিবার অধিকার দিব" (সখরিয় ৩:৭ পদ), এবং কারা দাঁড়িয়ে থাকবে? তারা ঈশ্বরের দূত। যিহোশূয়ের অবশ্যই প্রতিদিন জীবন্ত ও সুনিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে; তাহলে ঈশ্বরের দূত তার সাথে গমনাগমন করবে, এবং ঈশ্বরের শক্তি তার শ্রমে বর্তাইবে।

খ্রিস্টীয়ান বন্ধু, বাবা-মায়েরা, আপনাদের আলো বা দীপ্তি অনুজ্বল না থাকুক! আপনার আলো কখনও হতাশায় ক্ষীণ না হোক! তা হলে আপনার আলোয় স্বর্গের দ্বার খুলে দেওয়া হবে; আর আপনি আপনার সন্তানদের স্বর্গের সিংহাসনের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন এবং বলবেন, "এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানগণ, যাহাদিগকে সদাপ্রভু আমাকে দিয়াছেন" (যিশাইয় ৮:১৮ পদ)। আর এটি কতই না বিশ্বস্ততার পুরষ্কারের ফল হবে যে, যখন

আপনি দেখবেন আপনার সন্তানেরা ঈশ্বরের সুন্দর নগরে অনন্তজীবনের মুকুট পরিহিত আছে।
-Signs of the Times, Jan. 14, 1886.

-Ellen G. White, Our Father Cares, p. 296

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

আমরা কারা এবং গৃহে আমরা কোন মর্যাদাকে প্রদর্শন করি যা নেতিবাচক বা আমাদের খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্যকে শক্তিশালী করে তুলে। একজন অবিশ্বাসী কখনও এমন একটি পরিবারকে অস্বীকার করতে পারে না যে পরিবার সত্যিকার অর্থে তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি স্বরূপ বাইবেল বিশ্বাস এবং গ্রহণ করেন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। একটি "আদর্শ খ্রিস্টীয়ান পরিবার" অর্থ কি তর্ক বা সমস্যাবিহীন? কেন?

২। কিভাবে পিতামাতা এবং সন্তানেরা একটি আদর্শ পরিবারের প্রতি অবদান রাখতে পারে?

৩। প্রভুর জন্য একটি পরিবারে সত্যিকারের সাক্ষ্য বহনের উৎস কি?

কিভাবে হৃদয়কে ঐক্যবদ্ধ করা যায়

"সে সন্তানদের প্রতি পিতৃগণের হৃদয়, ও পিতৃগনের প্রতি সন্তানদের হৃদয় ফিরাইবে; পাছে আমি আসিয়া পৃথিবীকে অভিশাপে আঘাত করি।" (মালাখি ৪:৬ পদ)

প্রেমের নীতি পাপের পূর্বে ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেন আদম, হবা এবং তাদের বংশধর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। আমরা দেখেছি যে, শয়তান কিভাবে প্রেমের সঠিক অর্থকে এখন আবেগ, স্বাধীন যৌন এবং দৈহিক আকাঙ্খাতে মিশ্রণ করেছে। আর যার ফলে ঈশ্বর প্রকৃত প্রেম ও মানব প্রেমের মধ্যে পার্থক্য তৈরী করার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। ঈশ্বর প্রেমকে একটি অনন্তকালীন চারিত্রিক নীতির সাথে তুলনা করেছেন, যা শুধু আবেগপূর্ণ, শারীরিক অনুভূতি, এবং কম অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না। প্রকৃত প্রেম যে কোন পরিস্থিতিতে আত্মায় বা হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনতে পারে এবং মনকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এবং কিভাবে সমাধান করা যায় তার পথ দেখায়।

এমনও সংস্কৃতি আছে যেখানে মানুষের মন সম্পূর্ণভাবে মন্দ বিষয়গুলোর উপর বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ে, আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাঝে এমন কিছুর প্রয়োজন রয়েছে যা সত্যিকারের প্রেমের এই নীতির প্রতি আমাদের মনকে উজ্জীবিত রাখতে সাহায্য করে। এ "সমস্ত কিছু" খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে রূপান্তর করা যায়। এটি দ্বিতীয় নীতি যা ঈশ্বর এদন উদ্যানে দিয়েছিলেন, যাতে পাপ প্রবেশের পরেও আদম এবং হবা একে অন্যকে প্রেম করতে পারে। আদিপুস্তক ৩:১৫ এবং ২১ পদে বলে, আমাদের আদি পিতামাতার জন্য একজন মেষশাবককে উৎসর্গ করা হয়েছিল। পৃথিবীকে শিক্ষাদানের জন্য তাঁর রক্ত সেচন করা হল, যাতে সত্য প্রেম শুধুমাত্র ঈশ্বরের মেষশাবকের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে লাভ করা যায়। অন্যকথায়, খ্রীষ্টের সঙ্গে প্রতিদিন গমনাগমনের মাধ্যমে সেই প্রেম লাভ করতে পারি।

কোনো এক সময় বাবা এবং ছেলের মধ্যে তুমুল কথা কটাকাটি হচ্ছিল। মা তাদের উত্তপ্ত আলোচনা নিরবে শুনছিলেন। যখন ছেলে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেল, তখন তিনি [স্ত্রী] তার স্বামীকে বললেন: আর্নেস্ট, তুমি ঠিক ছিলে না। ছেলের প্রতি তোমার এত দাবী কেন? স্বামী প্রতিউত্তরে বললেন, "তুমি কি মনে কর যে জেদী যুবকের সামনে আমার নিজেকে নত করা উচিত? সে হয়ত ভাবে সে সর্বদা সঠিক ছিল!"

স্বামীর কাছে স্ত্রী বলল, "তুমি ভুল ভাবছ! আমরা কি খ্রিস্টীয়ান নই? শুন আর্নেস্ট, আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিতে হবে যে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমা এবং অনুগ্রহে বসবাস করি। পারিবারিক একতা আমাদের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু আমাদের পরিত্রাতার অনুগ্রহ এবং বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে।

পরে, যখন ছেলে ঘরে এল, তখন বাবা তাকে ডাকলেন এবং বললেন: "আমার পুত্র, তুমিই ঠিক ছিলে যা আমি খেয়াল করিনি। আমি দুঃখিত। আমায় তুমি ক্ষমা কর!" *–Power and Light, 06/12/60.*

"বাবা," ধরা গলায় ছেলে বলল। তারপর বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল যেন বাবা তার কৃতজ্ঞতার অশ্রু না দেখতে পান।

-Moyses S. Nigri, Walking with God Every Day, p. 339

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

বিশুদ্ধ প্রেম হল এমন একটি অত্যাবশ্যক উপাদান যা হৃদয়ে শান্তি বয়ে আনে এবং মনকে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সমস্যা সমাধান করার নির্দেশ দেয়। কোন ক্ষেত্রে, পরিবারের একতা পিতামাতার কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে না কিন্তু আমাদের পরিত্রাতার দয়া এবং বিশ্বস্ততা থেকে আসে।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। পিতামাতা হিসেবে উদাহরণ স্বরূপ আপনি যখন আপনার কোন ভুল বা অন্যায় সন্তানদের কাছে স্বীকার করেন। তখন পিতা বা মাতা হিসেবে তা কিভাবে এই অভিজ্ঞতা আপনার কর্তৃত্বে প্রভাব ফেলে?

২। পিতামাতা এবং সন্তানেরা গৃহে একতা বয়ে আনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এমন সুনির্দিষ্ট উপায়গুলো তালিকাবদ্ধ করুন।

৩০ একটি সুখী পরিবারের নীতিমালাসমূহ

"আর সেই বিবাহে যীশুর ও তাঁহার শিষ্যগণেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল।"
(যোহন ২:২ পদ)

আপনি কি ভাবতে পারেন যে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সেই দম্পতির বিশেষ একটি সুযোগ হয়েছিল? প্রভুর উপস্থিতি কি তা বুঝতে পেরেছিলেন? এটা কতই না চমৎকার যে অন্যান্য বিয়ের মতই এ বিবাহেও এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। এটি কঠিন কোন বিষয় ছিল না। তারা কেবল দ্রাক্ষারসের (আঙ্গুরের রসের) জন্য পাগল ছিল। আমার দেশ ব্রাজিলে, এটি এমন হত যে ঘুসি খাওয়ার ভয়ে পার্টি শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই দৌড়ে পালানো।

কয়েক বছর আগে আমি এক বিবাহে প্রায় দেরী করেছিলাম যেখানে আমাকে প্রচার করার জন্য বলা হয়েছিল। বর এবং কনের ভুল বোঝাবুঝি আমাদেরকে খুব নিরূৎসাহ করেছিল। কিন্তু আজ তারা সুখী দম্পতি। কেন? তারা তাদের বিবাহে যীশুকে নিমন্ত্রন করেছিল। তারা যীশুকে তাদের পরিবারের অংশ হিসেবে আহ্বান করেছিল। এবং যীশু তাদের সমস্ত কিছুর যোগান দিয়েছিলেন।

যীশুর উপস্থিতি সফল বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খ্রীষ্ট বিহীন সম্পূর্ণ সুখ উপভোগ করা অসম্ভব। যীশু হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি পরিবারে নেতৃত্ব এবং স্বর্গ লাভের জন্য পিতামাতা এবং সন্তানদের কিভাবে পৃথিবীতে প্রস্তুত থাকতে হবে তার নির্দেশনা দেন ।

যাই হোক, কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচকভাবে দম্পতির সম্পর্কে প্রভাবিত করতে পারে। আমি তাদের বলি "বিশেষ মুহূর্ত"। প্রথম মুহূর্তটি হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের। আমাদের ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য কি আমরা তাঁকে সময় দেই? আমরা কি উপবাস এবং প্রার্থনা করি? আমরা কি বাইবেল পড়ি? আমাদের প্রত্যেকের ঈশ্বরের সাথে সময় যাপন করা উচিত।

আমাদের দ্বিতীয় ক্ষণ বা মুহূর্ত হল পরিকল্পনার। আমরা ব্যস্তময় পৃথিবীতে বসবাস করছি, যেখানে আমাদের পিতামাতাদের কাজ করতে হয়। বেশিরভাগ সময়ই স্ত্রী কাজের জন্য বাড়িতে পূর্ণ সময় দিতে পারেন না, তথাপি তার স্বামীর পাশাপাশি পরিবারের জন্য যোগান দেন। উভয়ে সারাদিন কাজের সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরেন। সন্তানেরা স্কুল থেকে বাসায় ফিরে আসে, তাদের বাড়ির কাজ করতে হয়, বই পড়তে হয়.....

পরিবারের দায়িত্বের ভার কে বহন করবে? শুধুমাত্র স্ত্রী একাই কি দায়িত্বের ভার গ্রহন করবে? স্বামী রাতের খাবারের আশা করছে কিন্তু কোনো রকমের সাহায্য করছে না। পরিবারে একসাথে কিভাবে কাজ করা যায় তার পরিকল্পনার প্রয়োজন রয়েছে যেন পরিবারে দ্বণ্ড বা কোনো চাপ সৃষ্টি না হয়।

তৃতীয়টি হল আমাদের পারিবারিক মুহূর্ত। যেখানে পারিবারিক আরাধনা বা উপাসনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং যেখানে কথা বলা এবং সহভাগ করার জন্য সময় দেওয়া হয়। প্রতিটি পরিবারের সদস্য একে অপরের স্বল্প জয় বা হতাশার দিনগুলোর কথা শুনা উচিত। এই ধরনের বন্ধুত্ব পরিবারে ঘনিষ্ঠতা তৈরী করে যা পরিবারের জন্য অপরিহার্য। বিবাহকে যাত্রার সাথে তুলনা করা হয়, কিন্তু আমরা একটি গন্তব্যে পৌঁছাতে চাই, তা হল স্বর্গ। খ্রীষ্টেতে বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা

সেই গন্তব্যে পৌছাতে পারি। পরিবারের দ্বন্দ নিরসন করা উপায় শিখতে হবে। তাদের বলতে শিখতে হবে যে, আমি দুঃখিত। দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। আমি ভুল করেছি।

বিবাহ সম্পর্কে লোকে কি ধারণা পোষণ করে তার পরিপেক্ষিতে ঈলেন জি. হোয়াইট উপদেশে বলেছেন: "বিবাহ করার পূর্বে কোন পুরুষ ও নারী উভয়েই যদি দিনে দুইবার প্রার্থনা করার অভ্যাস থাকে, তবে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দিনে অন্তত চারবার প্রার্থনা করতে হবে। এ জগৎ ও ভাবি জগৎ উভয়ের ক্ষেত্রে বিবাহ হল এমন কিছু যা আপনার জীবনকে প্রভাবিত করে এবং ভাবাবেগকে নাড়া দেয়"। *-Message to Young People, p. 460*

-LeoRanzolin, Jesus, the Morning Dew, p. 179

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

যদি সদাপ্রভু গৃহ নির্মাণ না করেন, তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে। যীশুই হলেন একমাত্র ভিত্তি যেখানে আমাদের জীবন,আমাদের পরিবার এবং আমাদের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। এটিই হল আমাদের দৃঢ় ভিত্তি।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। দম্পতিরা প্রভু এবং একে অপরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে কোন ধরনের উপায়গুলো অবলম্বন করে থাকে?

২। কিভাবে পিতামাতা পরিবারে নিয়মকানুন প্রয়োগ করবে , যাতে সন্তানেরা মেনে চলতে পেরে আনন্দিত হবে এবং একি সঙ্গে প্রভুতে যত্ন নিতে পারবে?

৩। কিভাবে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এবং আমাদের সহবিশ্বাসীদের সঙ্গে একটি সুরক্ষিত সম্পর্ক অর্জন করতে পারি?

৩১ ভালোবাসা: কখন এবং কিভাবে

"এইরূপে যাকোব রাহেলের জন্য সাত বৎসর দাস্যকর্ম করিলেন; রাহেলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রযুক্ত এক এক বৎসর তাঁহার কাছে এক এক দিন মনে হইল" (আদিপুস্তক ২৯:২০ পদ)

"ভালোবাসা যা আমাদের সুখী করে, 'ভালোবাসা যা চলার পথকে মসৃণ করে; এটি আমাদের মনে করিয়ে দিতে সাহায্য করে, এটি অন্যদের প্রতি আমাদেরকে সর্বক্ষণ সদয় করে তোলে"- F. E. Belden.

জীবনের প্রথম প্রেম আমরা আমাদের পিতামাতার কাছ থেকে পেয়ে থাকি। পরবর্তীতে, আমরা আমাদের ভাইবোন এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে প্রেমের অভিজ্ঞতা লাভ করি। তারপর আমরা কিশোর বয়সে প্রেমে পড়ি, যখন একজন ছেলে একজন মেয়ের প্রতি এবং একজন মেয়ে আর এক ছেলের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হয়। প্রাপ্ত বয়সে, লোকেরা ভবিষ্যতে বাড়ি করার পরিকল্পনায় ব্যতি ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একজন যুবক অনুরাগী হয় এবং একজন বিশেষ সঙ্গী মনোনয়ন করে। যদি তারা কলেজ পড়ুয়া হয়, তবে স্নাতকের পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রায়ই দেখা যায়। প্রেমের এই বিভিন্নতা অনুসরণ করেই প্রেম প্রভাবিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে, পিতামাতা সন্তানদের আলিঙ্গন এবং চুম্বন করে আনন্দ পান। অনেক ভাইবোন একে অন্যকে আলিঙ্গন করবে, কিন্তু সাধারনত আমরা আমাদের বন্ধুদের আলিঙ্গন বা চুম্বন করি না। স্বামী এবং স্ত্রীদের উষ্ণ আলিঙ্গন বা কোমল চুম্বনে নিজেদের ভালোবাসা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু অল্পবয়সী যুবক বা যুবতীদের বিবাহের পূর্বে প্রেমের অভিব্যক্তি প্রকাশে নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।

আমাদের নিজেদের জিনিস নিজেদের থাকুক তাই আমরা চাই। ভাল কাজ, অর্থ সঞ্চয় এবং কেনাকাটার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকা উত্তম। কিন্তু যখন আমাদের বাসনা কোন বস্তুর প্রতি হয় তখন আমরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, এবং এই বাসনা তখন অনেক ব্যক্তিকেই শোচনীয় এবং চোরে পরিণত করে।

প্রেমের ক্ষেত্রে তাই হয়। আকাঙ্খা এবং নিয়ন্ত্রণ থাকা ভাল। স্বাস্থ্যকর প্রেম খুবই সুন্দর, সদয় এবং খাঁটি। কিন্তু প্রেম যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, যখন আবেগহীন হয়ে যায়, তখন আমরা পাপে এবং হতাশায় ভুগি। আর যখন আমরা প্রকৃত প্রেম প্রকাশে ব্যর্থ হই তখন আমাদের সম্পর্ক শীতল হয়ে যায় এবং হতাশার দিনগুলো দীর্ঘ বছর মনে হয়।

তাই প্রেমের খেলাটি খুব সাবধনতার সাথে খেলুন। নিয়ম মেনে চলুন এবং কোন দিন আপনি এমন প্রেমের জন্য প্রস্তুত হবেন যা আপনাকে সুখী করে তুলবে এবং বছরগুলো সংক্ষিপ্ত মনে হবে।

-Eric B. Hare, Make God First, p. 22

প্রতিফলনের জন্য

মূলচিন্তা:

জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ শলোমন বলেছেন, "ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের কাল রয়েছে।" "অপেক্ষা" শব্দটি খুব যন্ত্রনাদায়ক কিন্তু ঈশ্বরের কাছে অপেক্ষা জিনিসটি নেই, কারণ তিনি সবর্দা সঠিক সময়ে বিরাজমান। আমরা যেমন অবকাশ এবং সময়ের দ্বারা আবদ্ধ কিন্তু তিনি আবদ্ধ নন। যখন মার্থা এবং মরিয়ম মনে করেছিলেন যে যীশু চার দিন দেরীতে তাদের ভাই লাসারের কাছে পৌঁছেছিলেন, তখনও তিনি সঠিক সময়ে উপস্থিত ছিলেন। ঈশ্বরের দেওয়া নিরূপিত সময়েই যীশু লাসারকে কবর থেকে উত্থাপিত করেন।

আলোচনার জন্য নির্দেশিত প্রশ্নসমূহ:

১। প্রেম, বিবাহের পূর্বে মেলামেশা এবং বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে আমরা এ উপাসনা থেকে কি কি গুণাবফল অর্জন করতে পারি?

২। গোপনীয়তা কি পাপ? কেন?

৩। কিভাবে আপনি অতিরিক্ত বস্তুগত চাহিদার প্রলোভনকে প্রতিহত করবেন?